খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

২১ অমর ভাষা দিবস

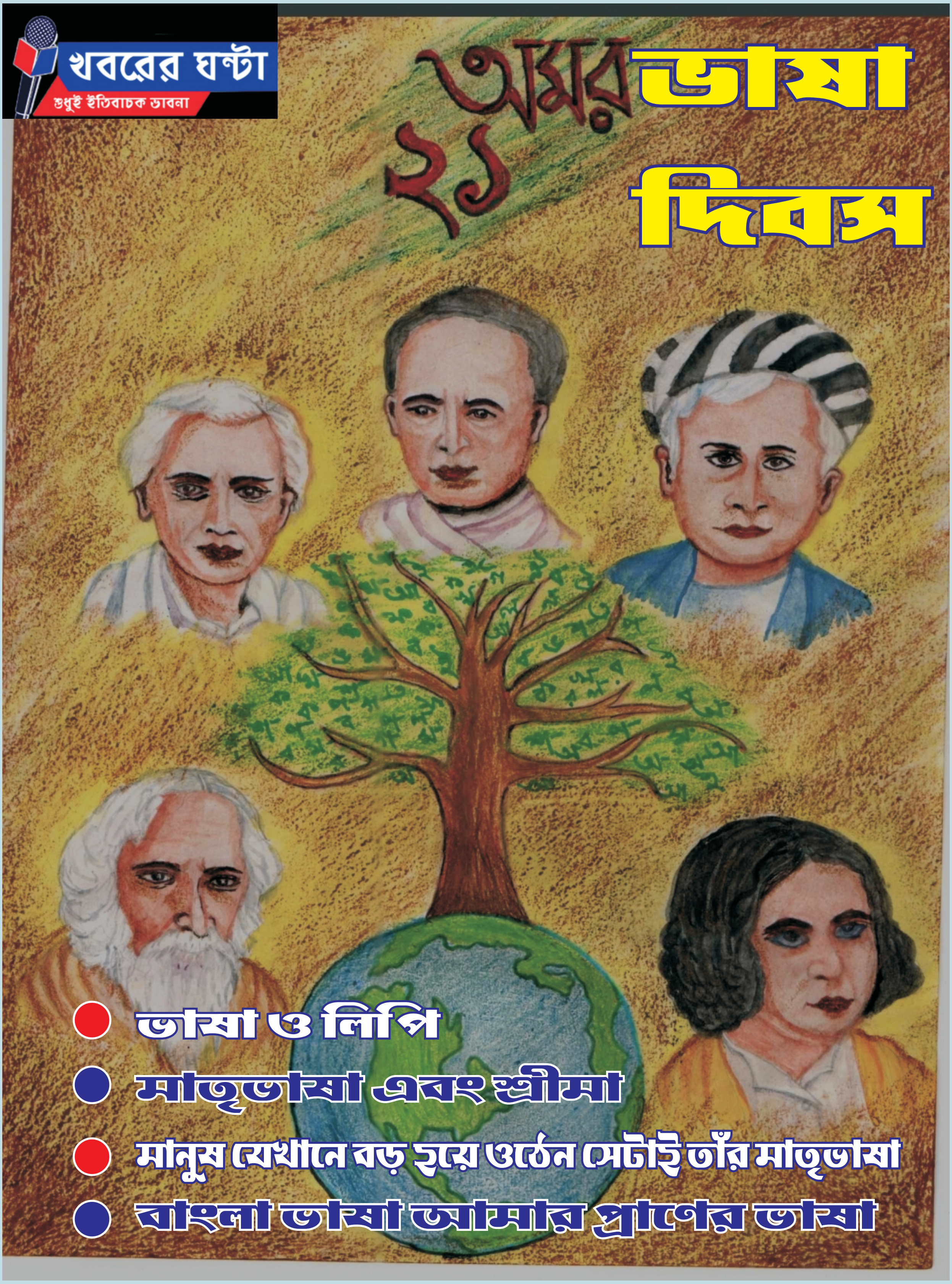

- ভাষা ও লিপি
- মাতৃভাষা এবং শ্রীমা
- মানুষ যেখানে বড় হয়ে ওঠেন সেটাই তাঁর মাতৃভাষা
- বাংলা ভাষা আমার প্রাণের ভাষা

জন্ম

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮

প্যারিস, ফ্রান্স

মিরা আলফাসা (২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮---১৭ই নভেম্বর ১৯৭৩) তাঁর অনুগামীদের কাছে ‘ **দ্য মাদার**’ বা **শ্রীমা** নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক গুরু, জাদুবিদ্যাবিদ এবং শ্রীঅরবিন্দের একজন সহযোগী। **শ্রীঅরবিন্দ** তাঁকে তাঁর সমান যোগসাধক মর্যাদার মনে করতেন। তাঁকে তিনি **দ্য মাদার বা শ্রী মা** নামেই ডাকতেন। তিনিই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং **অরোভিলকে** একটি সার্বজনীন শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

“ একদিনে যে কেউ তার নিজের স্বভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। তবে ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার ইচ্ছার সাথে বিজয় অবশ্যই আসবে। ”--শ্রীমা

“সদিচ্ছা এবং বিশ্বাস থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়।”--শ্রীমা

DIVINE LIFE FOUNDATION
(A CENTRE FOR RESEARCH & STUDY ON INTEGRAL YOGA OF SRI AUROBINDO)
NANI GOPAL MANSION ,GROUND FLOOR ,MILAN PALLY ,SILIGURI
TIMINGS : MONDAY & WEDNESDAY (7 P.M TO 9 P.M),CONTACT NO. SECRETARY 9434046158

TERAI NURSING INSTITUTE
TERAI NURSING INSTITUTE
APPROVED BY WBNC & INC
"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT
CARD মাধ্যমে GNM
NURSING COURSE
এ ভর্তি করান এবং নারী
শিক্ষার বিস্তার ও নারী
ক্ষমতায়ন এ একটি বলিস্ট
পদক্ষেপ গ্রহন করুন
Free Addmission in
Nursing GNM Course
Contact us for more information
99331-76656
www.terainursing.com

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

2025 ADMISSION NOW OPEN

BITS TRAINING CENTRE, SALBARI, DIST. DARJEELING

Our offered courses :
•Vocational •Theology
•HM •Social Work
and other Regular and Distance courses

Facilities

- Classroom
- Library
- Canteen
- Computer

Apply now!

Contact us : +91 96143 02436, 7479811364

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VIII Issue-6
1st February-28th February 2025 LANGUAGE DAY
অষ্টম বর্ষ-সংখ্যা-৬ ভাষা দিবস ৮ই ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ভাষা দিবস

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Smt. Manju Mukherjee
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

শ্রীমায়ের বাণী সমূহ..০৩
শ্রীমা সম্পর্কে কিছু তথ্য..০৩
কোন স্বপ্ন নিয়ে শ্রীমায়ের আরোভিল নগর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল......০৪
কবে থেকে মা হলেন আশ্রমের শ্রীমা..................................০৫
শ্রী অরবিন্দের আর্য্য পত্রিকা ফরাসিতে অনুবাদ করতেন শ্রীমা.....০৭
মায়ের জীবনী..০৮
মাতৃভাষা সকল ভাষার উর্ধ্বে থাকা শ্রদ্ধর মনোলিপি..নির্মলেন্দু দাস....১৫
ভার্চুয়াল মহাকুম্ভ দর্শন............অশোক কুমার রায়......................১৮
বাংলা ভাষার ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে....আশীষ ঘোষ.............২০
ভাষা ও লিপি......................কবিতা বনিক................................২১
২১শে ফেব্রুয়ারি ও ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার..ডাঃ স্মৃতিকণা মজুমদার...২৩
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা...............মুসাফীর.......২৪
বাংলা ভাষা আমার প্রাণের ভাষা.....পুস্পজিৎ সরকার...............২৫
মাতৃভাষা এবং শ্রীমা..........................বাপি ঘোষ.....................২৬
মানুষ যেখানে বড় হয়ে ওঠেন সেটাই তাঁর মাতৃভাষা
..........................জোৎস্না আগরওয়ালা..................................৩১

ঃঃ কবিতা ঃঃ

মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা......................অসমঞ্জ সরকার........১৩
একুশে......................সুশীতল দত্ত..১৩
একুশের বান......................অর্চনা মিত্র......................................১৩
একুশ তুমি......................দুলাল দত্ত..১৫
বাংলা ভাষা......................অদিতি চক্রবর্তী................................১৯
আমার বাংলা ভাষা......................রিঙ্কু মিত্র পাল.......................২২
অ আ ক খ......................অশোক পাল..২২
হামিন তরাই চা বাগান............গণেশ বিশ্বাস............................৩০

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

মোদের গরব, মোদের আশা-আ মরি বাংলা ভাষা......................১১
বাড়ির ছাদে কি ফল ফুলের বাগান করতে চান ? গাছেদের কম্পাউন্ডার খুঁজছেন..১৬
বাংলা ভাষা সংস্কৃতি এবং বাংলার মনিষীদের বিষয়ে সচেতন করতে হবে..১৭
ত্রিশ বছর ধরে একসঙ্গে একপথে সফল ব্যবসা........................২৯

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

“কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিতি মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়।”--বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

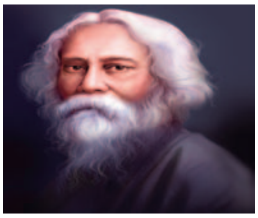

সম্পাদকীয়

ভাষা দিবস

পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারি একটি ঐতিহাসিক এবং গৌরবের দিন। কেননা এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ইউনেস্কোর ঘোষনা অনুযায়ী এই দিনটিকে বিশ্ব জুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। কাজেই পৃথিবীর সব মানুষের কাছেই এই দিনটির গুরুত্ব রয়েছে। আর বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে এই দিনের আরও বেশি গুরুত্ব রয়েছে। কেননা ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে বাংলা ভাষার দাবিতে বাংলা ভাষাভাষীদের আন্দোলন এমনই ছিলো যে যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নেই। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলনের জেরে কয়েকজন শহিদ হন। এরপর সেই বাংলা ভাষার আন্দোলনের প্রতি মর্যাদা দিতেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু দুঃখের যে আমাদের দেশের এই বাংলাতে বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বত্র মাতৃ ভাষার প্রচলন ও ব্যবহারের জন্য সচেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকাও জারি করেছে। কিন্তু তারপরও এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি অবহেলা শুরু হয়েছে বাংলা ভাষার প্রতি। মাতৃভাষা বাংলাকে অবহেলা করে অনেকেই ইংরেজি ইংরেজি বলে মাথা ঘামানোতে বাংলা ভাষায় দক্ষ লোকজনের অভাব দেখা দিয়েছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। এক লাইন বাংলা শুদ্ধ করে অনেকে লিখতে পারেন না। তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দেন, ‘ আমিতো বাংলাটা ঠিক লিখতে পারি না। ইংরেজিতে বলুন লিখে দিচ্ছি। ’ যারা ভাবছেন কোনো ইংরেজিকে বাংলাতে অনুবাদ করার জন্য গুগল ট্রান্সলেটর বা এ আইয়ের সাহায্য নেবেন তারাও ঠিক উপকার পাচ্ছেন না এ আইয়ের। কেননা গুগুল ট্রান্সলেটর বা এ আই অনেক ইংরেজি ভাষা বা ইংরেজি প্রতিশব্দের ভুল ব্যাখা মেলে ধরছে। ফলে বাংলা জানা লোকজনের চাহিদা কিন্তু বাড়তে শুরু করেছে। যেমন মনে করুন কোনো নার্সিং হোমে ডাক্তারবাবু কোনো চিকিৎসা নিয়ে ইংরেজিতে সব টপাটপ লিখে ফেলছেন, কিন্তু ইংরেজিতে তিনি সব লিখলেতো হবে না। ইংরেজি আবার সাধারণ নিচু তলার মানুষরা জানেন না। ফলে ডাক্তারবাবু সব রোগীর কাছে পৌঁছে ব্যবসা করবেন কিভাবে? তাই বাংলা জানা দক্ষ লোকের গুরুত্ব বাড়ছে যারা ইংরেজি থেকে ভালো বাংলা অনুবাদ করতে পারবেন। তাই বলা যায় বাংলা একেবারে হারিয়ে যাবে বলা যায় না। বাংলা আবার স্বমহিমায় ফিরে আসবে।

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ “মহাসাহিত্য”

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ “ আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)” সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

শ্রীমায়ের বাণী সমূহ

"ভগবানের জন্য কোনো কাজ করা মানেই দেহের পরিশ্রম দিয়ে তাঁর পূজা করা।"--শ্রীমা

"কেবল ভগবানের চাকরি ছাড়া আর কোনো চাকরিই আমাদের করবার নেই।"--শ্রীমা

"ভগবানের কৃপার উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে এবং সকল অবস্থাতে তাঁরই সাহায্য আকিঞ্চন করতে শেখা চাই, তাহলে দেখবে তাঁর কৃপায়কত অঘটন ঘটবে।"--শ্রীমা

"পাহাড়ের পথে দুটি মাত্র দিক থাকে, উপরে ওঠবার দিক আর নিচে নামবার দিক, তুমি কোন দিকটাকে তোমার পিছনে রেখে চলছ তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।"--শ্রীমা

"কামনাকে খুশি করার চেয়ে তাকে জয় করাতেই বেশি আনন্দ।"--শ্রীমা

'লোক-দেখানোর ইচ্ছা যাতে এসে পড়ে এমন সব-কিছু জিনিসকেই আমাদের যত্নের সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে।"---শ্রীমা

"নিজে ভিতর থেকে রাগকে তাড়ালেই ভয়ও আপনা থেকে সরে যাবে।"--শ্রীমা

"সবচেয়ে বেশি সাহসের কাজ হলো নিজের দোষ স্বীকার করা।"--শ্রীমা

"হিংসা ও তার সঙ্গে কুৎসা করে কেবল তারাই যারা নিজেরা দুর্বল ও ক্ষুদ্র। তাদের উপর কোনো রাগ না করে করুনা করাই উচিত। ও-সব জিনিসকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে আমাদের কৃত নিশ্চয়তার আনন্দকে অব্যাহত রাখতে হবে।"--শ্রীমা

"সুরুচিবোধ থাকাই কলাবিদ্যার কৌলীন্য"---শ্রীমা

"এই বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্য জিনিসের কোনো শেষ নেই। নিজেদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাবো,ততই সেই সব পরমাশ্চর্য জিনিস আমাদের চোখে পড়তে থাকবে।"---শ্রীমা

"আমিত্বকে ছাড়িয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। বাস্তব চেতনার ভিতর থেকে তাড়িয়ে দিলেও আবার একবার সে বড়ো হয়ে দেখা দেয় আধ্যাত্মিক চেতনার রাজ্যেও।"--শ্রীমা

"ধ্যানে বসলে প্রত্যেকবারেই নতুন কিছু মিলে যায়,কারণ তার মধ্যে প্রত্যেক বারেই নতুন কিছু ঘটে।"--শ্রী মা।

"দুজন মানুষ যখন ঝগড়া করে,তখন দুজনেরই ভুল থাকে।"--শ্রীমা

"কে কতখানি মহৎ তা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা থেকেই বোঝা যায়।"---শ্রীমা

"সরলতার মধ্যে বিশেষ এক অনির্বচনীয়সৌন্দর্য আছে।"--শ্রীমা

শ্রী মা সম্পর্কে কিছু তথ্য

শ্রী মা এর পুরো নাম ব্লাঞ্চ রাচেল মীরা আলফাসা

জন্ম ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮, প্যারিস, ফ্রান্স।

প্রয়ান ঃ ১৭ নভেম্বর ১৯৭৩ (প্রয়ান ৯৫ বছর বয়সে), পুদুচেরি, ভারত।

সমাধি দেওয়া হয় ভারতের পুদুচুরিতেতে যা পন্ডিচেরী নামে খ্যাত।

প্রার্থনা, ধ্যান, আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে দিয়ে প্রায় সারা জীবন কাটিয়েছেন।

তিনি তৈরি করেছেন প্রতিষ্ঠান শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, অরোভিল।

কোন স্বপ্ন নিয়ে শ্রী মায়ের অরোভিল নগর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ?

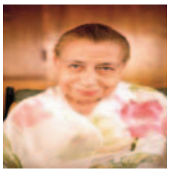

পন্ডিচেরীতে গিয়ে অনেকে অরোভিল নগর দেখে এসেছেন। কিন্তু কে এই অরোভিল নগরী তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন? উত্তর হলো শ্রীমা। শ্রী মায়ের স্বপ্ন সাফল্যের একটি চরম নিদর্শন হলো এই অরোভিল। এমন অপূর্ব স্বপ্ন কেউ কখনো দেখেনি। এমন অভাবনীয় পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কেউ কখনো করেনি। চৌদ্দ বছর আগে ১৯৫৪ সালে মা এই স্বপ্নের কথা বলেন--

পৃথিবীতে কোথাও এমন একটি স্থান থাকবে যা কোন জাতিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। সেখানে পৃথিবীর সকল জাতির মানুষই জগৎ-নাগরিক বলে গণ্য হবে এবং একমাত্র পরমতম সত্যকেই তাদের প্রভু বলে মানবে। এখানে সবরকম শিক্ষা দেওয়া হবে। পরীক্ষা পাসের জন্যে নয়, আপন আপন গুণের সাধ্যতম উৎকর্ষ ঘটাবার জন্য। এখানে সকলে কাজ করবে অর্থোপার্জনের জন্য নয়, যথাসম্ভব আত্মপ্রকাশের দ্বারা সর্বজনের সেবার জন্য। পৃথিবী এখনও এরূপ আদর্শকে সফল করবার জন্য প্রস্তুত হয়নি, সেই জন্যেই আমি এখনও একে স্বপ্ন মাত্র বলছি। কিন্তু একদিন এই স্বপ্নই বাস্তবে রুপ নেবে। বস্তুত ঃ আমরা শ্রী অরবিন্দ-আশ্রমে সংক্ষিপ্ত আকারে এই আদর্শকেই রুপ দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছি। ক্রমশ আমরা সেই লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি এবং আশা করি একদিন বিপর্যস্ত জগতের চোখের সামনে এই স্বপ্নাদর্শের বাস্তব পরিণতি প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরতে পারবো--

মায়ের সেই স্বপ্নই এখন বাস্তবে রুপ নিয়ে হয়েছে অরোভিল নগরীর সূচনা। এ নগরীর ভিত্তিস্থাপনা হয়ে গেছে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮। অরোভিল কারো সম্পত্তি নয়,অরোভিল সমগ্র বিশ্ব মানবের। অরোভিল হতে চায় অতীত ও ভবিষ্যতের সেতুস্বরুপ, ভিতরে ও বাহিরে সকল প্রকার আবিস্কারে সুযোগ নিয়ে।

কবে থেকে মা হলেন আশ্রমের শ্রীমা

বিয়াল্লিশ বছর বয়স থেকে মা পন্ডিচেরীর আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন।তখন আশ্রম বলতে কিছুই ছিল না।-- মা সেখানে থেকে প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা শুরু করলেন--

এই ভাবে আরো ছবছর কাটলো। ইতিমধ্যে মায়ের এখানকার সাধনাও সম্পূর্ণ হয়েছে, আর তিনি নিজের হাতে আশ্রম গঠন ও পরিচালনার ভারও অনেকটা সম্পূর্নরূপে নিয়েছেন। ১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখে শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন। ওই দিন থেকে আশ্রমের পুরোপুরি সব কিছুর ভার এবং আশ্রমবাসীদের আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনারও দায়িত্ব মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বাহ্য জগতের সঙ্গে সকল সংস্রব ছেড়ে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে রইলেন। ওই দিন থেকেই মা হলেন আশ্রমের শ্রীমা। তখন থেকেই ওরা দুজনে দুইরকমের কাজের পন্থা গ্রহন করলেন। শ্রীঅরবিন্দ ভার নিলেন কেবল ভগবানের সঙ্গে বোঝাপড়া করার, আর মা ভার নিলেন জগতের যত মানুষদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার।

উত্তরাধিকার সূত্রে শ্রী মা প্রভূত অর্থ লাভ করেছিলেন। শ্রী মায়ের জন্ম স্থান ফ্রান্সের প্যারিসে। সেখান থেকে তিনি পন্ডিচেরীতে চলে এসেছিলেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে যে পরিমান অর্থ লাভ করেছিলেন তার পরিমান সম্বন্ধে বিশেষ করে কেউ জানে না, সেই অর্থ দিয়ে পন্ডিচেরীতে শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের আশপাশে কিছু কিছু বাড়ি কিনে তিনি আশ্রমটিকে ক্রমে ক্রমে অনেকখানি বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। তাছাড়া আরও নানাভাবে আশ্রমে অর্থ এসে পড়তে লাগলো। তখন শ্রীঅরবিন্দ এই নিয়ম করে দিলেন যে আশ্রমে যারা এসে থাকবে তারা তাদের সব কিছুই মাকে সমর্পন করে দেবে, তা

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার

তোমায় আমরা ভুলছি না ভুলবো না

বাংলা ভাষার জন্য তোমার লড়াই আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকবে।

তোমায় জানাই প্রণাম, তোমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

ডঃ স্মৃতিকণা মজুমদার

ও সদস্যবৃন্দ

বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি

সামান্যই হোক আর যথেষ্টই হোক, আর মা তাদের ভরণপোষন প্রভৃতি সকল কিছুর ভার নিয়ে নেবেন। সেই নিয়ম এখনও পর্যন্ত চলছে। এই ভাবে মা ক্রমে ক্রমে বেশ বড়ো করেই গড়ে তোলেন শ্রী অরবিন্দ আশ্রম।

মা সেখানে একদিন বললেন যে, এই আশ্রমে বসে বসে কেবল ধ্যান করলেই চলবে না। ধ্যান করছো করো, কিন্তু তা ছাড়াও সকলকে এখানকার কিছু না কিছু কাজ করতে হবে। অন্য কোন কাজ নয়, এই আশ্রমেরই নিজস্ব নানারকম পরিচালনার কাজ। এই আশ্রমটিকে সকলে মিলে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর করে তুলতে হবে। সেকাজও ভগবানের কাজ, তাঁকে স্মরণ করে নিঃস্বার্থ ও নিরাসক্তভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সে কাজ করতে থাকলে তাতেও ভগবানের সাধনা করা হবে। কেবল জ্ঞানযোগই যোগ নয়, কর্মযোগও যোগ। শ্রী অরবিন্দও ঠিক একই কথা বলেছেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গযোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম কোনটাকেই বাদ দিলে চলবে না। অতএব সবাইকে নিয়মিতভাবে কিছু কাজ করতে হবে, যে যেমন পারে। এরজন্য তিনি আশ্রমে কয়েকটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে দিলেন, যেমন খাদ্য বিভাগ, শিল্প বিভাগ, কৃষ্টি বিভাগ ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগের কর্মীরা কাজ করবে মায়ের নির্দেশ অনুসারে। এরপরে শ্রী মা আশ্রমে আবার এক নতুন রকমের নিয়ম করলেন। তিনি সকলের শরীর চর্চার দিকে খুব ঝোঁক দিলেন। বললেন, যে কাজ করা ছাড়াও সকলকেই কিছু না কিছু শরীর চর্চায় নিযুক্ত হতে হবে,--

শরীর চর্চা দোষের নয়, এটা দরকারী। একজন যোগীর পক্ষেও দরকারী। একে নিতান্ত স্থূল ব্যাপার মনে করা উচিত নয়, এর নাম শারীর সাধনা, এও যোগেরই একটা অঙ্গ।

শ্রীঅরবিন্দও মুক্ত কণ্ঠেই এতে সায় দিলেন। তিনি বললেন যে আমরা কুস্তিগীর পালোয়ান কিংবা কসরৎগীর ভীমভবানী হওয়া চাইছি না, আমরা চাইছি যে সুস্থ ও সাবলীল করে আপন আপন দেহকে গড়ে তোলা। সাধনা কেবল মনের দিক দিয়েই নয়, প্রাণের দিক দিয়েই নয়, দেহের দিক দিয়েও চাই সাধনা, তবেই তা হবে পূর্ণাঙ্গ যোগ। এ বিষয়ে কারো উপরে অবশ্য কোনো বাধ্যতা থাকবে না, যে যেমনভাবে পারবে শরীর চর্চায় যোগ দেবে। মাঠে খেলাধূলাও একরকমের শরীরচর্চা।

শ্রীঅরবিন্দের আর্য্য পত্রিকা ফরাসিতে অনুবাদ করতেন শ্রীমা

১৯১৪ সালের ২৯শে মার্চ স্বামী পল রিসারের সঙ্গে শ্রী মা প্রথম ফ্রান্স থেকে পন্ডিচেরীতে। তখনও তিনি শ্রীমা নামে পরিচিত হননি। তাঁর নাম তখনও ছিলো মীরা আলফাসা। এরপর মীরা আলফাসা শ্রী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক যোগের সংস্পর্শে আসেন। শ্রী মা-ও শৈশব থেকেই আধ্যাত্মিক সাধনা, ধ্যান যোগ চর্চা করতেন। শ্রী অরবিন্দের সংস্পর্শে যেন তা অন্যমাত্রা পায়। আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী অরবিন্দ পন্ডিচেরীতে থেকে পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতেন। এরপর সেখানে পল রিসার এবং শ্রীমার উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন জমে থাকা লেখা নিয়ে প্রকাশ পায় আর্য্য পত্রিকা। ১৯১৪ সালের ১৫ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে আর্য্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীতে নাম ছিলো শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, পল রিসার ও মীরা রিসার। শ্রী মার পূর্ব নাম ছিলো মীরা আলফাসা।

ফরাসি ভাষাতে এই আর্য পত্রিকার অনুবাদ করতেন শ্রী মা। পত্রিকার হিসাব রাখা, গ্রাহক তালিকা প্রস্তুত করা, এবং মুদ্রনের দায়িত্ব ছিলো শ্রীমায়ের।

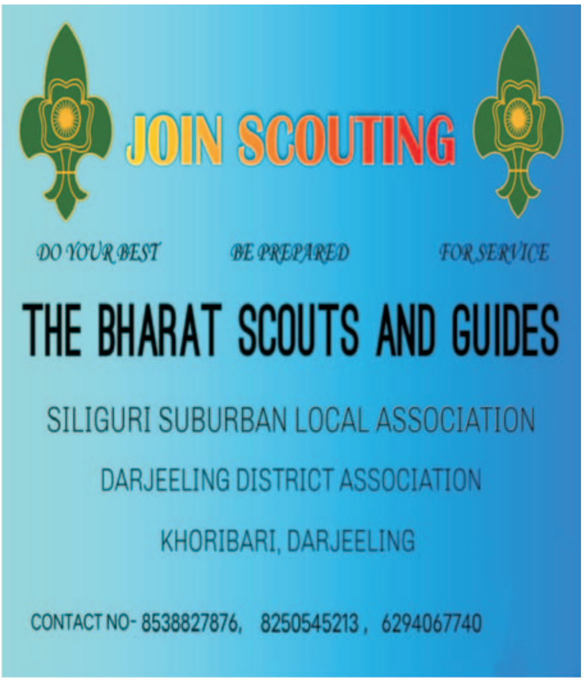

মায়ের জীবনী

১৮৭৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্যারিস শহরে মা জন্মগ্রহন করেন। শ্রীমায়ের আসল নাম মিরা আলফাসা, জন্ম ফ্রান্সের প্যারিসে, পিতা ছিলেন সেখানকার একজন ধনী ব্যাঙ্ক মালিক। কিন্তু এঁরা আদিম ফরাসী নন । শোনা যায়, এঁদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন মিশর বা তৎসন্নিকটস্থ কোনো দেশ হতে।

মায়ের আগেকার জীবনের ইতিবৃত্ত কেউই বিশেষ কিছু জানে না এবং জানলেও তা বলতে চায় না। তার কারণ মা নিজে এটা পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, সে-সব কথা জেনে কিছু লাভ নেই। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের ক্লাসে এমনি গল্প করতে করতে অনেক সময় তাঁর শৈশবের ও আগেকার জীবনের কোনো কোনো ঘটনার কথা তিনি আপন খুশিতে বলে ফেলেছেন। সেই সব ক্লাসে বড়োরাওকেউ কেউ গিয়ে বসেছে। তাদের মধ্যে দুএকজন সেই সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল। এখানে তার থেকেই কয়েকটি উদ্ধৃত করে দেওয়া হচ্ছে,কারণ মায়ের নিজের মুখে বলা এই সব সত্যকাহিনী থেকে তাঁর পূর্ব জীবনের সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দাজ করা যাবে। বহু কাহিনীর ভিতর থেকে এগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে, তবে পর পর তারিখ অনুসারে এগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। মায়ের নিজের জবানীতেই এগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

১)“ সাত বছর বয়সের আগে আমি লিখতে বা পড়তে শিখিনি। কেউ পারেনি আমাকে শেখাতে। অথচ চার বছর বয়স থেকেই আমার যোগ আরম্ভ। বেশ মনে আছে, আমার জন্য একটি ছোট্ট চেয়ার কেনা হয়েছিল, তাতে বসে আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। তখন আমার মাথার উপর একটা প্রচন্ড আলো এসে মস্তিস্কের মধ্যে যেন তোলপাড় করতে থাকত। এর কারণ অবশ্য কিছুই বুঝতে পারতাম না, তখন কোনো কিছু বোঝবার বয়সই নয়। কিন্তু ক্রমশ যেন বোধ হতে লাগল যে বিশেষ কোনো একটা বড়ো কাজ আমাকে দিয়ে করানো হবে যার সম্বন্ধে অন্য কেউ জানে না। ---তারপর সাত বছর বয়সে একদিন আমার দাদার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে চলেছি, সুমুখে একটা মস্ত সাইনবোর্ড দেখে দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম--ওতে কি লেখা রয়েছে? দাদা আশ্চর্য হয়ে বললেন, তুই কি দেখতে পাচ্ছিস না? তখন আমি বললাম, আমি যে পড়তে জানি না। এই কথা শুনে দাদা আমাকে খুব ঠাট্টা করতে লাগলেন। তৎক্ষনাৎ বাড়ি ফিরে আমি নিজেই একটা বই নিয়ে অক্ষর পরিচয় আরম্ভ করলাম। তারপর ইস্কুলে ভর্তি হলাম, আর তিন বছর পর থেকেই ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকলাম ও প্রতি বছর প্রাইজ পেতে লাগলাম।চৌদ্দ বছর বয়সে আমি এক ছবি আঁকার স্টুডিওতে গিয়ে ছবি আঁকতে শিখতাম। কিন্তু তখন একবারও আমার মুখে হাসি ফোটেনি, সর্বদাই গম্ভীর হয়ে থাকতাম আর খুব কম কথা বলতাম। আমাকে এমন ধীর স্থির দেখে নিরপেক্ষ ভেবে সব-কিছু বিবাদ মেটাবার ভার আমারই উপর পড়ত।”--

২) “আমার বোধ হয় তখন বারো বছর বয়স। প্যারিসের কাছাকাছি এক প্রকান্ড বনে (Fontainebleu) আমি প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। সেটি ওখানকার বিখ্যাত বন। দু হাজার বছরেরও পুরনো অনেক গাছ আছে সেখানে। যদিও তখন আমাকে ধ্যানের তাৎপর্য কী তা কেউ শেখায়নি, তবু ঐ সব গাছের তলায় বসলেই আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। তাদের সঙ্গে তখন যেন অন্তরের একটা গভীর সংযোগ বোধ করতে থাকতাম আর তাতে সত্যিকার একটা আনন্দ অনুভব করতাম। আমার চেতনা যেন সেই সব গাছের সঙ্গে তখন এক হয়ে যেত, আর আশ্চর্যের কথা এই যে গাছের পাখিগুলো আর কাঠবিড়ালীরা পর্যন্ত আমার সামনে এসে বসত, এমন কি তারা আমার গায়ের উপর দিয়ে ছোটাছুটি করে খেলা করে বেড়াত। তোমরাও চেষ্টা করলে এটা সহজেই অভ্যাস করে নিতে পারো। বাইরে যখন বেড়াতে যাও তখন যদি কোনো বড় গাছতলায় কিছুক্ষন শান্ত হয়ে বসে থাকো তার গুঁড়ির গায়ে ঠেসান দিয়ে, তাহলে ক্রমশ অনুভব করতে থাকবে তার চেতনাকে, তার প্রাণের স্পন্দনকে। তখন বুঝতে শিখবে যে মানুষের সঙ্গে ওদেরও হৃদ্যতা কত গভীর হতে পারে, ঠিক যেন একজন বন্ধুর মতো। বস্তুতঃ এমন কোনো কোনো গাছ আছে যারা মানুষের বন্ধু হতে চায়। স্নেহের ভাব তাদের মধ্যে প্রচুর, আশ্রয় দেবার মতো উদারতা মানুষের চেয়েও তাদের বোধ হয় বেশি রকম। ওদের প্রতি সহানুভুতি করতে শিখলেই এ-সব জিনিস প্রত্যক্ষ জানতে পারা যায়। একবার একটা মস্ত গাছকে কেটে ফেলবার কথা হয়েছিল, আমি তার নিচে গিয়ে দাঁড়াতেই স্পষ্ট জানতে পারলাম, এ-কথা সে বুঝতে পেরেছে, কাটা রদ করবার জন্যে সে আমাকে স্পষ্ট অনুরোধ জানাচ্ছে। ”

৩) ''এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমি গিয়েছিলাম উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া প্রদেশের অর্ন্তগত ক্লেমসেল নামক শহরে।উত্তরে তার আলজিরিয়া, দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি, পশ্চিমে মরক্কো, পূর্বে টিউনিসিয়া। গ্রীষ্মকালে সেখানে প্রচন্ড গরম, সে গরমের কথা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। আমি ওখানে গিয়েছিলাম সেখানকার তেওঁ নামক একজন মস্ত গুণীর কাছে গুহ্যবিদ্যা,জ্ঞতত্ত্বতন্ত্রন্দ্ধশিক্ষা করতে, তিনি কোন জাতের লোক তা জানা নেই, সম্ভবত পোল দেশীয় ইহুদী। সেখানে প্রত্যহ দুপুরে সেই প্রচন্ড গরমে আমি প্রকান্ড এক ওলিভ গাছের তলায় গিয়ে ধ্যানে বসতাম। এতে আমি সেখানকার সেই প্রচন্ড উত্তাপ অনায়াসে সহ্য করতে পারতাম। একদিন এইভাবে দুপুরে গিয়ে যথারীতি ধ্যানে বসেছি। গভীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন আমার কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হতে লাগল।তখন চোখ খুলে দেখি, ঠিক আমার সামনে প্রায় তিন-চার হাত দূরে মস্ত এক গোখরো সাপ, সে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে এক একবার আমার দিকে হেলে আসছে আর হিস হিস করে একটা শব্দ করছে। ওখানে এই সব গোখরো সাপকে বলে নাগা, এদের বিষ অতি সাংঘাতিক। প্রথমে বুঝতে পারিনি যে আমার উপর তার কিসের এত আক্রোশ। হঠাৎ খেয়াল হলো যে আমি তার গর্তের মুখটা বন্ধ করে বসে আছি, তাই।গাছের যেখানটায় আমি ঠেসান দিয়ে আছি, তার নিচেই একটা গর্ত আছে। কিন্তু এখন কি উপায়? আমি যদি এখন একটুও নড়ি তাহলেও ও আমাকে ছোবল দেবে। কিন্তু ভয়ে তখন আমি ঘাবড়ে গেলাম না, কিংবা একটুও চঞ্চল হলাম না। হঠাৎ আমার মাথায় এই বুদ্ধি এল যে ওর চোখের উপর চোখ রেখে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকতে হবে, ওকে বশীভূত করে ফেলতে হবে। আমি তাই করলাম। কিছুক্ষন পরে সাপের হাবভাবটা যেন বদলে আসছে বলে মনে হল, তার হিস হিস করা থেমে গেল। তখন খুব ধীরে ধীরে একটা পা আমার গুটিয়ে নিলাম, অথচ চোখের উপর চোখ সমানেই রেখে দিয়েছি। তারপর তেমনিভাবে আরো একটি পা গুটিয়ে নিলাম এবং আরো তীব্রভাবে আমার শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলাম। ততক্ষনে সেই বিষধর একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে, সে হঠাৎ ফণা নামিয়ে সেখান থেকে সরে তাড়াতাড়ি পাশের পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন তেওঁ-কে এই ঘটনার কথা বলায় তিনি বললেন,ও সাপটা ওখানে থাকে, আমরা সবাই জানি। স্নান করে এসে ও ঘরে ঢুকতে চাইছিল, তুমি ওর রাস্তা আগলে বসেছিলে তাই অমন চটে উঠেছিল। ওকে যদি একটু করে দুধ খাওয়াতে পারো তাহলে তোমার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে যাবে। এই ঘটনাটির পর থেকে কিন্তু আমার সাপের ভয় একেবারে ঘুচে গেল।এর আগে সাপ দেখলেই আমার দেহটা যেন কুঁকড়ে যেত, দেহের মধ্যে ওদের সম্বন্ধে কি একটি বিরুদ্ধ ভার ছিল কিছুতেই তা দমন করতে পারতাম না। কিন্তু সেদিন থেকে ঐরোগ আমার একেবারে সেরে গেল।''

৪) ''আলজিরিয়ার ক্লেমসেল শহরে মঁসিয়ে তেওঁর যে বাড়িতে আমি থাকতাম, সেখানে একটি পিয়ানো ছিল। এ-কথা শুনে ফ্রান্স থেকে আসবার সময় আমার গানের স্বরলিপি বইগুলি আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম। ওখানে থাকতে পিয়ানোতে সেই গানগুলি আমি প্রায়ই বাজাতাম। একদিন বহুক্ষন ধরে পুরো একটি সিমফনি বাজিয়ে যেমনি আমি থেমেছি, অমনি কানে একটা শব্দ এলো, 'কোয়াক', 'কোয়াক' । এ কিসের শব্দ !চারিদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখি দরজার সামনেই এসে দাড়িয়েছে এক নবাগত অতিথি, মস্ত এক কোলা ব্যাঙ। তার বড় বড় চোখ দুটি আগ্রহে বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে। সে আমার দিকে চেয়ে বলল,'কোয়াক'। তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তার ঐ ভাষার অর্থ, সে বলছে 'আবার বাজাও'। আমি তখন আবার খানিকটা পিয়ানো বাজালাম। সেইখানে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। এর পরেও অনেক দিন দেখেছি, যখনই আমি বাজাতাম তখনই সে কোথা থেকে এসে হাজির হতো। অমনি ড্যাবডেবে চোখ চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে যেন মুগ্ধ হয়ে বাজনা শুনতো।আর বাজনার শব্দ যেই যেই থেমে যেত তেমনি তার গলা থেকে আপত্তিজ্ঞাপক শব্দ হতো, 'কোয়াক'।

৫)''দ্বিতীয়বারে ক্লেমসেল থেকে ফেরবার সময় তেওঁ আমার সঙ্গে এসেছিলেন ইউরোপ বেড়িয়ে যেতে। জাহাজ সমুদ্রপথে আসতে আসতে কিছুদূর পরেই প্রবল ঝড় উঠলো। সমুদ্রের ঢেউগুলি উত্তাল নৃত্য শুরু করে দিল, জাহাজটা এপাশে ওপাশে কাত হয়ে অনবরত টলমল করতে লাগল। ভয়ে ভাবনায় যাত্রীদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কেউ কেউ কান্না-কাটি শুরু করে দিলে। ক্যাপটেন পর্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন,স্পষ্টই বললেন--'কী দুর্ভোগেই পড়া গেল। যাত্রীরা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। ' তেওঁ আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন,'তাহলে থামাও গিয়ে।' ক্যাপটেন এ-কথা শুনে আশ্চর্য হলেন, বিশেষ কিছুই বুঝলেন না। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম। তখন আমি আমার কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর নিজের দেহ ছেড়ে মুক্ত সমুদ্রের উপর বিচরন করতে লাগলাম। তখন দেখি অসংখ্য অশরীরী আত্মা সেই সমুদ্রতরঙ্গে

পাগলামি করে বেড়াচ্ছে। তারাই দুষ্টামি করে জাহাজটাকে ধরে দোলা দিচ্ছে, এই দুস্প্রবৃত্তির দ্বারা তারা যেন খুব আমোদ পাচ্ছে। আমি নম্র ভাবে খুব মিস্টি করে তাদের বুঝিয়ে বললাম, এই সব ভয়-কাতর নিরীহ প্রাণীদের কষ্ট দিয়ে তোমাদের লাভটা কি হচ্ছে। ও সব ছেড়ে দাও, এদের নিষ্কৃতি দাও। আধ ঘন্টা যাবৎ ঐকান্তিকভাবে তাদের বাপুবাছা করতে করতে শেষে তারা তুষ্ট হয়ে এই দুষ্কার্য থেকে নিবৃত্ত হলো, সমুদ্রের জলও তখন প্রশান্ত হয়ে গেল। আমি আবার আমার দেহে ফিরে গেলাম। তারপর বাইরে বেরিয়ে দেখি ঝড় থেমে গেছে, যাত্রীরা আনন্দে কোলাহল করছে।"

মা নিজে তাঁর পূর্ব জীবন সম্বন্ধে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে চান না। এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকেন। একবার ১৯২০ সালে মাকে কেউ প্রশ্ন করে, ''তিনি ভারতে এলেন কেন, আর শ্রীঅরবিন্দকেই বা জানলেন কেমন করে? " তিনি একটি পত্রে তার যা উত্তর দিয়েছিলেন তা 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।এখানে সেই পত্রখানি অনুবাদ করে দেওয়া হলো--

''তুমি জানতে চেয়েছিলে যে কখন কেমনভাবে এটা আমার প্রথম বোধ হলো যে জগতে আমি বিশেষ কোনো ভগবৎ-কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি,আর কেমন করে আমি শ্রীঅরবিন্দের সন্ধান পেলাম? এ প্রশ্নের যে উত্তর আমি দেব বলেছিলাম, তাই সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

''আমার আদিষ্ট কর্ম সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান যে আমার কখন হয়েছে, এ-কথা আমার নিজেরই পক্ষে বলা কঠিন। আমার মনে হয় যে এই চেতনাকে নিয়েই আমি জন্মেছিলাম, পরে মন ও মস্তিস্কের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই চেতনা ক্রমশ পরিস্ফুট ও পূর্ণতর হয়ে উঠল।

''এগারো থেকে তের বছরের বয়সের মধ্যে উপর্যুপরি আমার মধ্যে এমন সব আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসতে লাগল যাতে আমি কেবল যে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানলাম যে ভগবানের সঙ্গে মানুষের মিলন হওয়াও নিশ্চয়ই সম্ভব, মানুষের চেতনাতে ও কর্মে তাঁর অভিব্যক্তির পূর্ণ উপলব্ধি মেলাও সম্ভব, আর দিব্যজীবন লাভের দ্বারা জগতে তাঁকে অভিব্যক্ত করতে পারাও সম্ভব। এই অনুভূতি ও বোধ এবং কি ভাবে জগতে একে সার্থক ও কার্যকরী করে তোলা যায় তারই শিক্ষা আমি পাচ্ছিলাম আমার ঘুমের অবস্থায় নানারকম গুরুর কাছ থেকে, তাদের কাউকে কাউকে আমি এই স্থূল জগতেও পরে দেখতে পেয়েছি। তারপরে যখন আমার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উন্নতি খানিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তখন এদেরই মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা স্পষ্টতর ও প্রগাঢ় হয়ে উঠল, তখন ভারতের দর্শনতত্ব ও ধর্মশাস্ত্রগুলির সম্বন্ধে আমি খুব কম কথাই জানতাম, তবু তখন থেকে আমি তাঁকে নিজেই 'কৃষ্ণ' বলে ডাকতে শুরু করলাম। আমি মনে মনে জানতে পারলাম যে পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে একদিন আমার সাক্ষাৎ হবেই , এবং তাঁরই সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাকে আমার আদিষ্ট দিব্য কর্ম সাধন করতে হবে। ভারতবর্ষকেই আমি আমার মাতৃভূমি বলে বরাবর ভালোবেসে এসেছি --১৯১৪ সালে আমার এ দেশে এসে উপস্থিত হবার প্রথম সৌভাগ্য ঘটে।

''শ্রীঅরবিন্দকে দেখামাত্রই আমি চিনতে পারলাম, ইনিই আমার সেই আগেকার পরিচিত বিশেষ ব্যক্তি যাঁকে আমি কৃষ্ণ বলে ডেকেছি। --এই যথেষ্ট , এতেই তুমি বুঝতে পারবে, কোথা থেকে আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে এখানে এই ভারতে ওঁর পাশেই আমার স্থান, আর ওর সঙ্গে মিলিত হয়েই আমার যা কিছু কাজ।"

শ্রীঅরবিন্দকে কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল--''অনেকে বলে যে মা আগে ছিলেন আমাদেরই মতো মানুষ, তারপরে তিনি ক্রমশ জগন্মাতার স্বরুপ হয়ে উঠলেন, একথা কি ঠিক?"তাতে শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে তা নয়, তিনি গোড়া থেকেই তাই। তিনি বললেন,''ভগবান যখন মানুষরুপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি মানুষের বাহ্য প্রকৃতি নিয়ে এখানে থেকে তাদের দেখিয়ে দেন যে কেমন করে সাধারণ মানুষ হয়েও এ-পথে চলা যায়, কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর 'ভগবত্তাকে ছেড়ে আসেন না।এ ক্ষেত্রে তাঁর ভিতরকার দিব্যচেতনারই ক্রমিক অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে, সেটা গোড়ায় মানুষ থেকে পরে ভগবানে রুপান্তরিত হওয়া নয়। মা তাঁর শৈশবকাল থেকেই ভিতরে ভিতরে ছিলেন মানুষের উপরে। সুতরাং অনেকে যা বলে সে কথা ভুল।"(লিখেছেন পশুপতি ভট্টাচার্য)

মোদের গরব, মোদের আশা-- আ মরি বাংলা ভাষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ " মোদের গরব, মোদের আশা/ আ মরি বাংলা ভাষা !/তোমার কোলে তোমার বোলে /কতই শান্তি ভালোবাসা।" লিখেছিলেন অতুল প্রসাদ সেন। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে গিয়েছেন, " আমাদের মধ্যে যাহা কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা কিছু অমর করিবে সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার-- পোষন করিবার, প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা।" আমাদের বাংলায় বিশ্ব কবি যেমন আমাদের গর্ব তেমনই বহু মনিষী আমাদের কাছে আলোর দিশারী। বাংলা ভাষার জন্য পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের অসাধারণ অবদান কখনোই ভোলার নয়। বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিযুক্ত এবং সহজপাঠ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্যেরও সার্থক রূপকার হলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বাংলা ভাষা সাহিত্যে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ বহু মনিষীর নাম উল্লেখ করতে হয় যাঁরা সকলেই এই ভাষাকে সমৃদ্ধ এবং উন্নত করে গিয়েছেন। কিন্তু আজকের সময়ে যেন এক চ্যালেঞ্জের মধ্যে বাংলা ভাষা। অথচ একুশে ফেব্রুয়ারি গোটা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের পথিকৃৎ যে বাংলা ভাষা তা এককথায় অনস্বীকার্য । ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শেফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে এই দিনটি। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই বিশেষ দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। ইউনেস্কোর এক গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্বের সমস্ত ভাষার মধ্যে মধুর ভাষা হলো বাংলা। গোটা বিশ্বে মাতৃভাষা হিসাবে বিশ্ব ভাষা তালিকায় বাংলার স্থান পঞ্চম। গোটা বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত ভাষা হিসাবে বাংলার স্থান সপ্তম।

একটি দেশ ও জাতির উন্নতিতে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমাদের নিজ নিজ মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। যাঁর যেটা মা এর ভাষা, আমরা সেই সব ভাষাকেই মর্যাদা দিতে চাই। আর সেখানেইতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সার্থকতা। আমরা ইংরেজি ভাষাতো অবশ্যই শিখবো কিন্তু নিজ নিজ মাতৃভাষাকে অবহেলা করে নয়।

বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী সম্মান দেওয়া হোক
সর্বত্র সাইনবোর্ডে ইংরেজি ও
হিন্দির সঙ্গে অবশ্যই যেন বাংলা ভাষার ব্যবহার হয়

সজল কুমার গুহ

শিবমন্দির
সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও
সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা।

With Best Compliments From :-
CELL : 9434388147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com

SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS

C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A

SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
Babun
90648-01814
98323-20273
K
Neetu
79081-09692
98323-42192
KWALITY
KATERER
বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সহ যে কোন রকম অনুষ্ঠানের জন্য সকলের মনের মত সুস্বাদু খাবার রান্না করে আমরা পরিবেশন করি। সেজন্যই আমরা কোয়ালিটি ক্যাটারার। আপনার বাড়ির যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন।
Babun
90648-01814
98323-20273
Neetu
79081-09692
98323-42192
SHKATI AUTO PARTS
DBC ROAD, NEAR RRB OFFICE
SILIGURI-73004

মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা

অসমঞ্জ সরকার (শিবমন্দির)

মাতৃভাষা ওগো মাতৃভাষা
তুমি জাগিয়েছো জীবনের আশা।
মোদের গর্বের বাংলা ভাষা।
এই ভাষাতেই ফোটে বুলি।
শিশুর মুখে কথার ঝুলি।
এই ভাষাতেই বলে ফেলি।
মোদের মনের ইচ্ছা গুলি।
এই ভাষায় রচিত হল।
কবিগুরুর গীতাঞ্জলি ।
লহ মোদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।
বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ।
যেন শিশু বেলার শিক্ষার বোধোদয়।
লহ প্রণাম ঈশ্বর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র।
লিখে ফেললেন অজস্র গ্রন্থ।
এই ভাষাতেই প্রকাশ পেল।
শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের আলো।
পল্লী সমাজ, পথের দাবী।
তুলে ধরে সমাজের বাস্তব ছবি।
বিভূতিভূষনের পথের পাঁচালি।
আরণ্যক, অপরাজিত গ্রন্থাবলী।
অমূল্য সম্পদ, করে সবাই বলাবলি।
উপন্যাস নয় যেন সবার মনের পদাবলী।
মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য।
বাংলা ভাষায় আনে নবদিগন্ত।
যা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিপিবদ্ধ।
তাইতো মোদের মাতৃভাষা।
সবার গর্বের বাংলা ভাষা।
ধ্রুপদী ভাষা বাংলা ভাষা
আমাদের সবার ভালোবাসা।

একুশে

সুশীতল দত্ত
(শালকুমার হাট, জেলা আলিপুরদুয়ার, মোবাইল ঃ ৭৬৭৯১৮৯১০৪)

এখনও কেঁপে ওঠে মাটি।
শহীদের রক্তে ভেজা--
কালবৈশাখীর দাপটে আকাশ-বাতাস
তোলপাড়।
মুখরিত আওয়াজে বাংলা ভাষা,
দিগন্তরেখায় উদ্ভাসিত সূর্য এঁকে দেয়--
বাংলা ভাষার শব্দোচ্চারনের রেখা।
মুহুর্তে ঝলমলে হয়ে বাঁক নেয় ইতিহাস,
একুশে ফেব্রুয়ারি রাঙিয়ে ওঠে
বাংলা ভাষায়।

একুশের বান

অর্চনা মিত্র
(কবি, বাঘাযতীন কলোনি, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি)

২১ হল মায়ের ভাষা বাংলা মায়ের সোপান
একুশ হল বিদ্রোহীবান ঝরানো বাংলা
ভাষার সম্মান।
একুশ হলো রক্তে ঝরা নিভে যাওয়া ৩০
লাখ শহিদের সম্মান একুশ হলো বাংলা
মায়ের বর্ণমালা মাতৃভাষার মুক্তির জয়
গান।
২১ হল বুকের গভীরে গভীর প্রহর
ইতিহাসের রক্তের কাব্য
২১ ভাষা বাংলার অহংকার স্বরবর্ণ
ব্যঞ্জনবর্ণ অ আ ক খ
২১ হল বরকত সালাম রফিক লাখো
শহীদের গণতন্ত্র ভাষা বাংলার অধিকার
২১ একুশ হলো বাংলা ভাষার তোমার
আমার শ্রেষ্ঠতম মিষ্টি ভাষা শহিদ মিনারের
রক্ত ঝরা একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি
তোমাকে ভুলিতে পারি।

"মানবতার সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর সেবা"

পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

PURNIMA BASU MEMORIAL TRUST

গভঃ রেজিঃ নং-IV/0711--00044

অফিস ঃ লেকটাউন, শিলিগুড়ি ঃ শাখা- দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি

দু:স্থ - অসহায় মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত দাতব্য সংস্থা

--: বিপন্ন মানবতার সেবায় গৃহীত কর্মসূচি :--

স্থায়ী কর্মসূচি

(আগ্রহী সংস্থার যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাবও স্বাগত)

১) দুঃস্থ অসহায় একক মহিলাদের আর্থিক সেবা।

২) দুঃস্থ -অসহায় প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সেবা।

৩) দুঃস্থ-অসহায় মহিলা ক্যান্সার রোগীকে আর্থিক সেবা

৪) দুঃস্থ- অসহায় একক মহিলার মেধাবী সন্তানকে (দশম-দ্বাদশ) আর্থিক সেবা

৫) দুঃস্থ- অসহায় একক মহিলা রোগীদের ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্সে বিনামূল্যে সেবা।

বিঃ দ্রঃ - আবেদনপত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই সেবা প্রদান করা হয়।

অস্থায়ী কর্মসূচি

(আগ্রহী সংস্থা/সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে)

১) দুঃস্থ-অসহায় মহিলাদের স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষন কেন্দ্রের জন্য পৌনঃপুনিক আর্থিক অনুদান।

২) প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি শিক্ষার্থীদের (প্রথম-অষ্টম শ্রেণীর স্কুল ছুট ও স্কুলহীন) কোচিং সেন্টারের জন্য পৌনঃপুনিক আর্থিক অনুদান।

৩) দুঃস্থ-অসহায় মানুষের জন্য কম্বল, শাড়ি, মশারী ও সংগৃহীত বস্ত্র বিতরন।

৪) দুঃস্থ- অসহায় মানুষের মধ্যে শুকনো খাদ্যসামগ্রী বা রান্না করা খাবার বিতরন।

৫) প্রান্তিক অনগ্রসর এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা ও চোখ পরীক্ষা শিবির।

ব্যতিক্রমী ও দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচি

শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে (পৃথক ট্রাষ্টিবোর্ডের মাধ্যমে) একটি বৃদ্ধাশ্রম /প্রতিবন্ধী আশ্রম/অনাথ আশ্রম বা মহিলা সেন্টার হোম প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহনির্মান বাবদ আইনানুযায়ী ৭০,০০০০০ (সত্তর লক্ষ) টাকার বিশেষ আর্থিক অনুদান।

যোগাযোগ ঃ শিলিগুড়ি -- 9332932499, দার্জিলিং -- 8777567519, জলপাইগুড়ি -- 9635952028

নীতিশ বসু

চেয়ারম্যান

শুভেচ্ছা

আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস-১৪৩১ উপলক্ষে প্রিয় " খবরের ঘন্টা" এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের কাজে যুক্ত 'খবরের ঘন্টার' সকলকে "পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানাই সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের আন্তরিক প্রীতি , শুভেচ্ছা ও নমস্কার। মাতৃভাষা দিবসে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও সফিউর এর প্রতি রইলো শ্রদ্ধা।

মাতৃ ভাষা সকল ভাষার উর্ধ্বে থাকা শ্রদ্ধার মনোলিপি

নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী, শরৎ পল্লী, হায়দর পাড়া, শিলিগুড়ি)

পশুপাখিরা শব্দ উচ্চারনের মধ্য দিয়ে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে। জাতিগতভাবে ওই উচ্চারনগুলো ওদের মাতৃভাষা। মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহা উচ্চারিত শব্দ ওম সর্বকালীন সর্বজীবের অপ্রকাশিত মাতৃভাষা। অন্তরের অন্তর্নিহিত ওম শব্দ সকল প্রাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রাখে, তা জীবনকে সর্বত্র চালিত করবার এক মন্ত্র। জীব পায় মাতৃ শক্তি। এই শক্তি ভাষায় রুপান্তরিত হয় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে । সেজন্য মাতৃ ভাষার মূল্য অসীম। শ্রদ্ধার নিবেদিত অর্ঘ্য। যে কেউ যে কোন ভাষা শিখতে পারেন, অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। সততই তা সম্মানের যোগ্য। তেমন প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষাকে সম্মান জানানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। কথা প্রসঙ্গে বলতে হয়, বর্তমান বিজ্ঞানের অবাক করা আবিস্কারের জন্য ভাষা শব্দকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবী থেকে বহু ভাষা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে যে সমস্ত ভাষা রয়েছে তা বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে গান, কথা, নাটক , চলচ্চিত্র, অডিও ভিডিওর মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়ে থাকে। ৫ হাজার বছর আগে এমন ব্যবস্থা ছিল না বলে পাহাড়ে খোদাই করা বিভিন্ন হরফ চিত্রলিপি দেখতে পাওয়া যায়। সেই দিনের কিছু সভ্যতার আঁচ পাওয়া সম্ভব, অধিকাংশ সময় হরফের শব্দার্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তথাপি এইগুলি ছিল সেই দিনের মাতৃভাষা । বিভিন্ন মাতৃভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা বিশ্বে মিষ্টিতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইউনেস্কো দিয়েছে সেই স্বীকৃতি। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ১৯৫২ সালের আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য একুশে ফেব্রুয়ারি আজও বাঙালির হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। ভাষাকে সম্মান জানানো মানে নিজেকে সম্মান জানানো।জাতিকে সম্মান জানানো। মাতৃভাষা সকল ভাষার উর্ধে থাকা শ্রদ্ধার মনোলিপি।

একুশ তুমি

দুলাল দত্ত
(শিবমন্দির, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিলিগুড়ি)

তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
একুশ তুমি আজো
অন্ধকারে প্রদীপ তুমি
শাঁখের কণ্ঠে বাজো
তোমার স্মৃতি জড়িয়ে হাজারো
প্রাণের শক্তি আজ
বিশ্বের লাখো আঁখিকে খুলছে
বসিয়ে কোলের মাঝ
তোমার দেখানো মাতৃভক্তি
বাঁচাতে মাকে যারা
সঁপে দিল প্রাণ
রেখে গেল স্মৃতি
লিখে গেল কত তাঁরা
শত তুফানেও যেন না হারায়
অতল গহীনে এসে
তোমাকে জড়িয়ে যেন
আরো বাঁচি
কটা দিন কেঁদে হেসে।

With Best Compliments From :
CELL : 7602243433
9641093691
NEW EKTA
Restaurant And Hotel

Hill Cart Road, Siliguri Junction
Opp. of Heritage Hotel
Siliguri-734003
ektarestaurantandhotel@gmail.com

বাড়ির ছাদে কি ফল ফুলের বাগান করতে চান? গাছেদের কম্পাউন্ডার খুঁজছেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাড়িতে কি ছাদ বাগান করেছেন নাকি? গাছগুলোর ঠিক পরিচর্যা করতে পারছেন না বুঝি? গাছে জল দেওয়ার সমস্যা, গাছে পোকা হলে সেই গাছকে বাঁচানো খুব কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠছে বুঝি!

আরে বাবা, চিন্তার কিছু নেই। গাছের মালি, গাছের জন্য কম্পাউন্ডার সব তৈরি। এক ফোন করবেন, মালি আপনার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে গাছে জল দিয়ে পরিচর্যা করে দেবেন।

আবার যদি আপনি নতুন হন, ছাদ বাগান করতে চান কিন্তু কিছুই জানেন না, এক ফোন করবেন, দক্ষ লোকজন সব উপস্থিত হয়ে যাবেন আপনার বাড়িতে। এরজন্য অবশ্য সামান্য কিছু অর্থমূল্য গুনতে হবে আপনাকে।

ফ্ল্যাট নগরী শিলিগুড়িতে সবুজ পরিবেশ তৈরির বাতাবরন তৈরি করতে এ এক অভিনব কাজে নেমেছেন অমিত দাস নামে এক চল্লিশ বছরের ব্যক্তি। তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে তাঁর তত্বাবধানে অনেকেই এখন বাড়ির ছাদে টবের মধ্যে আম জাম কাঁঠাল লিচু ডালিম সহ বিভিন্ন ফল ফুলের চাষ করছেন।

শৈশবে স্কুলের কর্ম শিক্ষায় গাছের চারা নিয়ে কিছু মডেল বা কাজ করেছিলেন। সেই নেশা তাঁকে দিনের পর দিন গাছের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। সেই নেশা আজ তাঁর পেশায় পরিনত। শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাশের ঢাকেশ্বরী কালিমন্দির মাঠের গায়েই রয়েছে জলপাইগুড়ি এগ্রি হর্টি নার্সারি। সেখানেই বিগত দুবছর ধরে অমিতবাবু তাঁর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে খুলেছেন এই নার্সারি। সেখানে বিভিন্ন রকম ফুল ও ফলের চারা পাওয়া যাচ্ছে। কুড়ি টাকা থেকে শুরু করে দুহাজার টাকা পর্যন্ত কোন গাছের চারা চাই আপনার, সব তৈরি। প্রতিদিন প্রচুর গাছের চারা তৈরি করছেন তিনি। তারপর নার্সারি থেকে তা বিক্রি হচ্ছে। সকাল সাড়ে নটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে সেই নার্সারি। ৯৪৩৪৯৮৩৮৮৪ এবং ৯৪৭৫০৭২৬০৭ নম্বরে কল করে আপনি পৌঁছে যেতে পারেন সেই নার্সারিতে। তারপর পছন্দ করে দেখেশুনে আপনি গাছের চারা সংগ্রহ করতে পারেন।

দূরদূরান্তের বহু মানুষ সেই নার্সারিতে ভিড় করছেন গাছের চারার জন্য। অমিতবাবু জানালেন, চারদিকে সবুজ পরিবেশ তৈরির জন্যই তাঁর এই যুদ্ধ এবং অভিনব কিছু প্রয়াস। সবুজায়নের জন্য কিছু কিছু গাছের চারা তিনি বিনামূল্যেও বিতরন করেন। কেউ যদি জৈর সারও সংগ্রহ করতে চান বা জৈব সার দেওয়া গাছের বাগান করতে চান তার জন্যও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত অমিতবাবু। তাঁর কাছে শুধু নানা প্রজাতির গাছের চারাই নয়, বিভিন্ন সারও পাওয়া যায়। এ এক অসাধারণ উদ্যোগ। আজকের সময়ে উষ্ণায়ন এক বড় চ্যালেঞ্জ সকলের কাছে। সেখানে সবুজ পরিবেশ তৈরির জন্য অমিতবাবুর এই প্রয়াসের তারিফ করেন সকলেই।

বাংলা ভাষা সংস্কৃতি এবং বাংলার মনিষীদের বিষয়ে সচেতন করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই বিশেষ দিন স্মরন করে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন নানা কর্মসূচি গ্রহন করেছে। শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া লাগোয়া পূর্ব লেকটাউনের পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টও ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কিছু কর্মসূচি গ্রহন করেছে। সেই ট্রাস্ট্রে চেয়ারম্যান তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতিশ বসু বলেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পিছনে বাংলা ভাষার বিরাট অবদান রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সরকার পশ্চিম পাকিস্তান বা বাংলাদেশে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা করলে বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষীরা তুমুল বিক্ষোভ আন্দোলনে ফেটে পড়েন। উর্দুর প্রতিবাদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান সরকার সেই আন্দোলন দমিয়ে দিতে পুলিশ দিয়ে গুলি বর্ষন করে। সেই গুলি চালনার জেরে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও সফিউর শহিদ হন। মাতৃভাষার জন্য সেই লড়াইকে শ্রদ্ধা জানাতে পরবর্তীতে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে যা পৃথিবীর সব ভাষার মানুষের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ঘোষণার পিছনে পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করেছে বাংলা ভাষা।

তাই বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে এই দিনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এরই সঙ্গে বাংলা ভাষার লড়াইয়ের জন্য নীতিশবাবু অসমের উনিশে মে-কেও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরন করেন। নীতিশবাবু বলেন, এবারে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন আরও বিশেষ অর্থ বহন করে। তা হলো কিছুদিন আগে ভারত সরকার বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। একুশ ফেব্রুয়ারি স্মরনে নীতিশবাবু আরও বলেন, বাংলার অভ্যন্তরে কেও যাতে বাংলা ভাষাকে অবহেলা না করে তার দিকে সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারে সকলকে আর যত্নবান হতে হবে। নীতিশবাবু বলেন, বাংলার ভাষা সংস্কৃতির ইতিহাস গর্ব করার মতো ইতিহাস। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, শ্রী অরবিন্দ সকলেই বাংলাকে সমৃদ্ধ এবং উন্নত করে গিয়েছেন। তাই নতুন প্রজন্মকে আমাদের বেশি বেশি করে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি ও বাংলার মনিষীদের বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

ভার্চুয়াল মহাকুম্ভ দর্শন

অশোক কুমার রায়

লেখকের পূর্ণকুম্ভ এর অভিজ্ঞতা তার যৌবন এর শুরুতেই হয়েছে। এখন বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে 'দূরদর্শন' বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনাসমূহ বিবরনের জন্য সেই কালের ঋষি বৈজ্ঞানিক ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দূরদর্শন দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই যুগের টেলিমিডিয়ার কল্যানে আমাদের সেই সুযোগটি খুব সহজ লব্ধ। সুন্দর মুখের আকর্ষন ও জয় সর্বত্র। মহাকুম্ভ মেলাও ব্যতিক্রম নয়। যেমন কিন্নর সাধ্বী মোহান্ত চঞ্চলনাথজী, বলিউড সুন্দরী অভিনেত্রী ও মডেল হার্সা রিচারিয়া, বিশেষভাবে বিদেশি সুন্দরী অঞ্জনা গিরি, এপেল কোম্পানির স্টিভ জবসের পত্নী সাধিকা কমলা (লরেন পাওয়েল জবস) এছাড়া আরো বেশ কিছু বিদেশি সাধিকাদের প্রতি কিছু মিডিয়ার কভারেজ এমন ছিলো যেটা দেখে মনে হয়েছে যে এটাই এদের লক্ষ্য।

সাধ্বী মমতা কুলকার্নি বলিউডের অভিনেত্রীকে সাধ্বীকিন্নর গোষ্ঠীর মহা মন্ডেলেশ্বর পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। এখানে বলা ভালো যে " কিন্নর" মানে যারা নপুংসক (যাদের ইংরেজিতে ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়) আমাদের দেশে যাদের হিজড়া বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অথচ শব্দটি মোহাম্মদের মদিনা যাত্রার দিন খ্রিঃ ৬২২ থেকে চন্দ্র অব্দ, সময়টিকে নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত। ভারতের সনাতন ধর্ম কতটা উদার এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক যা এর মধ্যে প্রবেশ করলে বোঝা যায়। আমেরিকা হিউম্যান রাইটস নিয়ে সারা বিশ্বে ডঙ্কা বাজায়।অথচ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শপথ নিয়েই ঘোষণা করলেন যে আমেরিকাতে শুধু দুটো জেন্ডার থাকবে। ওখানেতো একটা বেশ বড় সংখ্যার ট্রান্সজেন্ডাররা রয়েছেন। তাদের কি বিতাড়িত করা হবে? না তারা শল্য চিকিৎসার সাহায্যে লিঙ্গ পরিবর্তন করবে !!? এতদিন আমেরিকা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বানরের ভূমিকা পালন করে পিঠে ভাগ করে এসেছে। এবার মনে হয় সেটা চিন এবং ভারতের মধ্যে চেষ্টা হবে। এবার মহাকুম্ভ মেলায় বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়া খুব এক্টিভ ছিলো। লাইম লাইটে আসার এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ । তবে শিক্ষাগত যোগ্যতা যে সর্বত্র প্রযোজ্য তা ইন্টারভিউগুলো দেখলে বোঝা যায়। না হলে একটি কিশোরীতীর্ণ হরিন নয়নি নীলাক্ষী তরুণীকে (নাম মনা থেকে মনালিসা) নিয়ে এমন মাতামাতি যে সেই মেয়েটি মেলা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং এও শোনা যাচ্ছে যে তাকে অপহরন করা হবে এই ভয়ে সে চলে যায়। মেয়েটি রুদ্রাক্ষ ও অন্যান্য মালা বিক্রি করতে মেলায় এসেছিলো। একজন মহাকুম্ভ মেলা প্রত্যাগত ব্যক্তির কথাঃ খুব কালার ফুল মেলা অনেক বৈচিত্রে ভরা। অঘরি স্বাদ্ধি চঞ্চলনাথ বাংলা থেকে উত্তর ভারতে সাধন ভজনের জন্য চলে যান, ওনার মুখের সঙ্গে একজন কিন্নর সাধিকার সাদৃশ্য রয়েছে যার বিরুদ্ধে তার গুরুকে গুলি করে হত্যা করার অভিযোগ রয়েছে ,যার খোঁজ আজও মেলেনি। মমতা কুলকার্নি যাকে কিন্নর সাধিকাগোষ্ঠীর মহামন্ডেলেশ্বর করা হয়েছে তারও অপরাধ জগতের সাথে যোগ রয়েছে। ভিকি নামে তার একজন নিকটজন বর্তমানে জেলে রয়েছেন। "সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।" অনেক সাধু সন্তের সারা ভারতবর্ষ থেকে আগমন ঘটেছে, এর মধ্যে একজন বাঙালি মহান্ত নবদ্বীপ ধামের যার বয়েস ১২৯ বছর । এখনো দিব্যি চলাফেরা করেন, নিত্য যোগাভ্যাস করেন, শাস্ত্র আলোচনা স্বছন্দে করেন। ইনি হলেন বাবা শিবানন্দজী মহারাজ। উনি এখন কাশীবাসি। তবে মহাকুম্ভ এর প্রধান আকর্ষন আই আই টির স্নাতক বহুমুখী প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক পথের পথিক

অভয় সিংহ। ন্যাশনাল লেভেলের সমস্ত চ্যানেল এবং রিজিওনাল চ্যানেলের কল্যানে এতো ভাইরাল হয়েছে, যা খুব বিস্ময়কর, কারণ মেলাতে উপস্থিত অনেক ভি আই পি মহামন্ডেলেশ্বর সাধুমন্ডলিরাও রয়েছেন।কারণ একটাই ঃ অভয়জি সব প্রশ্নের খুব সহজ সরল ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উত্তর দেন। তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বললেই না। ক) তিনি সনাতন ধর্মের বিরাটত্ব বলতে গিয়ে বলেছেন যে শূন্য থেকে সব কিছুর উৎপত্তি যিনি মহাদেব কিন্তু ওনার মধ্যে ক্রিয়া নেই যার জন্য পার্বতীর উদ্ভব। যে মহাদেবের শক্তি এবং ক্রিয়াশীল । তিনি উদাহরন এবং কিছু কিছু হাতে কলমেও করে প্রশ্নকে সহজ বোধ্য করেছেন। তাঁর কোনো একজন গুরু নেই।সাধন পথে চলতে গিয়ে যখন যা শিখতে চেয়েছেন সেই বিষয়ের প্রজ্ঞ মানুষকে গুরু করে তার থেকে শিক্ষা গ্রহন করেছেন।আধ্যাত্মিকতার সাথে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন বা বিজ্ঞানকে সম্পূর্নতা যে সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিকতাই দিতে পারে। সেটাই প্রমান করার প্রয়াস করছেন। এই প্রসঙ্গে অবতার ঋষি শ্রীঅরবিন্দের একটি কথা উল্লেখনীয় , '' ওয়ান ডে ম্যাটার শ্যাল রিভিল দ্য স্পিরিটস ফেস"।

খ) অভয়জী পঠনপাঠন এবং শিক্ষার প্রারম্ভ হতেই ছাত্রছাত্রীদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতে বলছেন, সংসার ত্যাগী সাধু হবার জন্য নয় বরং সংসারের কর্মকান্ডটি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে করতে পারে তার জন্য। বর্তমানের শিক্ষা জব ওরিয়েন্টেড, যার জন্য যুবকরা স্ট্রেস ও স্ট্রেন বেশি হয়ে গেলে যা এখন প্রায়ই হচ্ছে সেটার জন্য বাইরের চিকিৎসার দরকার হচ্ছে। যদি ফাউন্ডেশনটা মনন, ধ্যান, নিধিদ্যাসন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে একটি উপযুক্ত শক্ত মন তৈরি হয় তাহলে নিজের স্ট্রেস ইত্যাদি নিজেই সামলাতে পারবে। গীতায় উল্লেখ আছে যোগাস্থা কুরু কর্মানি , জগজুক্ত হয়ে কর্ম করা, এতে কর্ম এর পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দুটি গলদ রয়েছে। এক) শিক্ষা , দুই) ব্যবস্থা। গ) অভয়জী সমস্ত প্রধান ধর্মগ্রন্থ শুধু অধ্যয়ন করেননি, সেই সব পথের মধ্যে প্রবেশ করে ধর্মের সারমর্মকে জেনেছেন। মহাকুম্ভের অনেক সাধুমন্ডলী অভয়কে সমর্থন করেছেন। এতো ঢাকঢোল বাজিয়ে মহাকুম্ভের প্রচার করেও শেষ রক্ষা হলো না। পদপিষ্ট হয়ে মাত্র তিরিশজন(?) পুণ্যার্থী শহিদ হলেন। যদিও সরকারি মদতপুষ্ট চ্যানেল শাক দিয়ে মাছ ঢাকার নিস্ফল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ধরা যাক একশো লোককে একটা নির্দিষ্ট সময়ে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, বসার ব্যবস্থা যদি পঁচিশ জনের হয় তাহলে কি হতে পারে সেটা খুব সহজেই অনুমেয়। বাড়িতে থেকেও কুম্ভ স্নান করা যায় --১) যদি কেউ সঙ্গম থেকে জল এনে দেয় ২) যদি দীক্ষাপ্রাপ্ত হন তাহলে একটি ঘটিতে জল ভরে গুরুমন্ত্র জপ করতে করতে স্নান করা, ৩) নচেৎ একটি ঘটিতে জল ভোরে যে দেব বা দেবীকে ভক্তি করেন তাঁর নাম করে স্নান করা। এতে কুম্ভের পুণ্যস্নানের পুণ্য অর্জন হবে(?)। সবশেষে বলি '' আগর মন হ্যায় চাঙ্গা তো ক্যাঠউতি মে ভি মিলে গঙ্গা"। একটু না বললেই নয়, ধর্মের ভিত্তিতে যখন দেশ ভাগ হয় তখন ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেত্র রাষ্ট্র করা উচিত হয়নি। সনাতন ধর্মী রাষ্ট্র হওয়া উচিৎ ছিলো। এরজন্য নেহরু এবং তার রাজনৈতিক গুরু গান্ধী দায়ী। এই বিষয়ে এবং নির্বাচন সম্বন্ধে অদূর ভবিষ্যতে কিছু লেখার ইচ্ছে রইলো। ভক্তের ভক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই প্রবন্ধে ইতি টানলাম।

বাংলা ভাষা

অদিতি চক্রবর্তী
(শিলিগুড়ি)

আমি জন্মেছিযে ভাই
এই মধুর বাংলাতে,
আমি ভালোবাসি আমার
প্রাণের বাংলা ভাষাকে।
আমার পরিচয় আমি বাঙালি
বাংলায় কথা বলি,
শত রত্নের ভান্ডার ভরা
বাংলা ভাষার ঝুলি।
মাতৃ দুগ্ধ সম এই ভাষা
কেমনে তোমায় ভুলি।
বিদেশ বিভুঁই যেখানেই যাও
যত ভাষাই শেখো,
এই বাংলা ভাষার মধুরতা
কোথায় পাবেগো।

বাংলা ভাষার ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে

আশীষ ঘোষ

(শিক্ষক, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী , শিলিগুড়ি)

প্রতিবছরই শ্রদ্ধার সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মরন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসমের বাংলা ভাষী অঞ্চল, বরাক উপত্যকা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশে এই দিবসটি পালন করা হয়। যাঁরা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের স্মরন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাংলা ভাষার জন্য নিজেরা কি সেরকম কোনো অবদান রাখি? কিভাবে বাংলা ভাষার প্রচার প্রসার হবে , নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কিভাবে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহী হবে নিয়ে আমরা অনেকেই সেরকম চেষ্টা করি না। বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষা হয়েছে , খুব আনন্দের খবর। সংস্কৃত ভাষাতো বাংলা ভাষার অনেকে আগেই ধ্রুপদী ভাষার সম্মান পেয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ এখন সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করে না বলে সংস্কৃত ভাষা বর্তমানে সম্পূর্নভাবে একটি অপ্রচলিত ভাষা। এখন আমরাও যদি বাংলা ভাষার ব্যবহার নিজেরাই সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত স্তরে না করি তাহলে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষার অবস্থাও একদিন সংস্কৃত ভাষার মতো হতে পারে। কারণ এক জার্মান সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এই শতাব্দীর শেষে বাংলা ভাষার ব্যবহার খুবই কমে যেতে পারে। এই সম্ভাবনার হাত থেকে রক্ষা পেতে আমরা নিজেরাই নিজেদের পরিত্রাতা হতে পারি। আমরা যদি বেশি করে বাংলা সাহিত্য, বাংলা সংবাদপত্র পড়ি, বাংলা চলচ্চিত্র এবং বাংলা অনুষ্ঠান বেশি করে দেখি , বাংলা সঙ্গীত শুনি , ছেলেমেয়েদের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করি --সরকারি চাকরির পরীক্ষায় সমস্ত পরীক্ষাগুলো যাতে বাংলা ভাষাতেও নেওয়া হয় তারজন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে বিশেষভাবে আবেদন করি, সমস্ত নামফলকে (সরকারি বা বেসরকারি) যাতে বাংলা ভাষা ব্যবহার হয় এবং নিজেরাও ব্যবহার করি সেইজন্য সচেষ্ট হই তাহলে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। কিছুদিন পূর্বে আমি ঝাড়খন্ডের সিংভুম জেলায় অবস্থিত সাহিত্যিক বিভূতি ভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিধন্য ঘাটশিলাতে গিয়েছিলাম , আনন্দের বিষয় সেখানকার বাঙালিরা সমবেতভাবে চেষ্টা করে সেখানকার রেল স্টেশনে বাংলা ভাষায় নামফলক লেখাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কার্শিয়াঙে অবস্থিত নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের নামাঙ্কিত মিউজিয়ামে বাংলাতে লেখা কোনো নামফলক নেই। যদিও এই বাড়িটি সুভাষ চন্দ্র বসুর অগ্রজ শরৎ চন্দ্র বসু কিনেছিলেন। কটকে নেতাজির জন্মস্থানে যে নেতাজিদের যে পৈতৃক ভবন রয়েছে সেখানেও কোনো বাংলাতে লেখা নামফলক নেই। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা সরকার ইচ্ছা করলেই তাদের সমস্ত নাম ফলকে বাংলা ভাষায় লেখানোর জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি নাম ফলকে সেই রাজ্যের ভাষা ব্যবহৃত হয়। আমরা যদি বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি তাহলে বাংলা ভাষার প্রতি এই অবজ্ঞা কেন? বাঙালি প্রতিষ্ঠানগুলোও অনেক ক্ষেত্রে বাংলায় নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নামফলক লেখে না। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সের পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা ব্যবহার হয় না। কিন্তু কয়েকবছর পূর্বেও বাংলা ভাষা ব্যবহার হোত। বাংলা ভাষা প্রশ্ন পত্রে ব্যবহার না করার ফলে বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে চূড়ান্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্টাফ সিলেকশান কমিশনের চাকরি নিয়োগের পরীক্ষায় (হায়ার সেকেন্ডারি লেবেল এবং কমাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেবেল) বাংলা ভাষা ব্যবহার হয় না। যার ফলে বাংলা ভাষী ছাত্রছাত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়। এর প্রমান কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির নিয়োগে বাংলা ভাষীর সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। এই অবস্থার অবিলম্বে প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।

ভাষা ও লিপি

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

মানুষ তার মনের ভাবকে যখন কথায় প্রকাশ করে তখনই তাকে মুখের ভাষা বলা হয়। নিজের বক্তব্যকে ভাষায় প্রকাশ করলে তা কানে শোনার মাধ্যমে এক জনের থেকে আর একজনের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছে দিতে পারে, মুখে বলা কানে শোনার মাধ্যমে। তবে বেশিরভাগ সেই সময় ও সেই স্থানের মধ্যেই থেকে যায়। প্রয়োজন বোধ হল এ কালের ভাষা অন্য কালেও সঠিকভাবে কিভাবে শোনানো যাবে। ভবিষ্যতে প্রজন্মকে কিভাবে সেসব জানানো যাবে।

অনেক সাধনার ফলে মুখের ভাষা লেখার যে পদ্ধতি আবিস্কার হল তাকে বলা হয় লিপি। লিখে তাকে যত্ন করে রাখার কাজ শুরু হলো। যাতে পরের প্রজন্ম এই লিখিত ভাষা বুঝতে পারে। এতদিন কানে শোনা ও মুখে বলা যেত।

এখন তা চোখেও দেখা যাচ্ছে। তা হলে লিপি হল ভাষার সার্থক স্থায়ী উপস্থাপনা, যা দেখা যায়, সংরক্ষণ করা যায়, অন্য স্থানে সঠিকভাবে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়।

পৃথিবীতে ভাষা আছে প্রায় সাত হাজারের ওপর। ভাষা বিজ্ঞানীরা মনে করেন ‘ মা’ শব্দটি মানুষের আদিম শব্দ থেকে এসেছে। ভাষা আলাদা হলেও ‘মা’ শব্দের উচ্চারন সব ভাষারই অনেকটাই কাছাকাছি। আমাদের দেশের অনেক ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব দেখা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে সংস্কৃতকে পবিত্র দেবভাষা বলা হয়। বেশীরভাগ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে লেখা। মাতৃভাষা হিসেবে সংস্কৃতের ব্যবহার নেই বললেই চলে। তবে সব ভাষার যেমন কথ্য ভাষা , উপভাষা থাকে, সংস্কৃত কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি শুদ্ধ ভাষা। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষ সংস্কৃত ভাষা শিখে কথা বললে একইরকম শোনাবে। আমরা যেরকম দেখে থাকি মানুষ, প্রচুর ভাষা শেখে কিন্তু ভাষার উচ্চারন ও টানে একটু হেরফের দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় তা হল সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি পাণিনির ব্যাকরণ “ অষ্টাধ্যায়ী” , ইতিহাসের সর্বপ্রথম ব্যাকরণ। যা খুব শুদ্ধ। পাণিনীর শিষ্য পতঞ্জলি “অষ্টাধ্যায়ী”কে সহজ ভাবে বর্ণনা ও ব্যাখা করেন। এই ব্যাকরন এতটাই সহজ ও শুদ্ধ যে সপ্তম শতাব্দী থেকে আজ একবিংশ শতাব্দীতেও সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি, উচ্চারণগত কোনভাবেই বিকৃত হয়নি।

যে কোন ভাষার জন্য সেই ভাষার শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির যত্নের ও সংরক্ষনের প্রয়োজন। লিপি থাকলেতো সে ভাষা সংরক্ষণ সহজ হয়। কিন্তু অনেক ভাষার লিপি না থাকলেও তারা অন্য ভাষার সাহায্যে লিখে রাখে। লিপি থেকে ভাষা যেমন বোঝা যায় তেমন সাম্রাজ্যের সীমানা বা বিস্তৃতি জানা সম্ভব। প্রাচীন কালে রাজার আদেশ, উপদেশ, কীর্তি, ধর্মমত ইত্যাদি পাহাড়ের গায়ে , পাথরের স্তম্ভে, মন্দিরের গায়ে ইত্যাদি জায়গায় খোদাই করা হোত। এই লিপিগুলির মধ্যে প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত, তামিল ইত্যাদি ভাষার কথা জানা যায়। এখনও অনেক উপভাষার লিপি নেই। তারা অন্য ভাষার সাহায্যে নিজেদের ভাষা সংরক্ষন করেন। তাই নিজের ভাষার বর্ণমালা থাক বা না থাক নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে অন্য ভাষার লিপি দিয়ে লিখে সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। না হলে সেসব থেকে পরবর্তী সমাজ বঞ্চিত হবে। সব জাতি, উপজাতির নিজস্বতা, ওষুধ,রন্ধন প্রণালী আচার-ব্যবহার, পুজো-পার্বণ ইত্যাদি লিখে রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের কিছু ভালো শিক্ষার আদানপ্রদান ঘটবে এর মাধ্যমে।

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ
ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ	
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	
ত	থ	দ	ধ	ন	
প	ফ	ব	ভ	ম	
য	র	ল			
শ	ষ	স	হ		
ড়	ঢ়	য়			
ৎ	ং	ঃ	ঁ		

আমার বাংলা ভাষা

রিঙ্কু মিত্র পাল
(বিধান পল্লী, কল্যানী, নদীয়া)

বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে, বিচিত্রময় ভাষা
সবার অধিক মধুর ভাষা
তোমার আমার ভালোবাসা
মোদের প্রিয় বাংলা ভাষা ।
মাতৃভাষা-ই হয় যে খাসা,
বাংলা-সুধা পান করি
বড়ই তৃপ্তি লাভ করি।
ক্ষোভ দুঃখ শোক উচ্ছ্বাস
মাতৃভাষায় করি প্রকাশ।
নৃত্য-গীত, ছন্দ-অলংকার,
এই ভাষাতেই যত অহংকার।
বাংলা ভাষায় বাজিয়ে বীণ
ধন্য হল বঙ্কিম, নবীন,
হেম, মধু,রবি, গোবিন,
আরও কত সাহিত্যিক প্রবীণ।
এই ভাষাতেই নিতাই চাঁদ
আনলো দেশ ভক্তিবাদ।
মাতৃভাষার রথে চেপে
সর্বক্ষেত্রে চাই যে যেতে ।
বাংলা মোদের ভরসা-আশা
বাংলা আমাদের মান।
বাংলা ভাষার অ-মর্যাদায়
কাঁদে যে মন-প্রাণ।
বাংলা সংস্কৃতি ঐতিহ্য
মোদের গৌরব সম্মান।

অ আ ক খ

অশোক পাল
(ফুল বাগান, মুর্শিদাবাদ)

মায়ের মুখে যে বুলি প্রথম
শিখেছি বাংলা ভাষা
ছেলে বেলার প্রথম পাঠশালা
আজও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অনাদর
অবহেলিত!
ইটের গাঁথুনি টিনের চার চালা
তিন দিক খোলা বারান্দা
দুখানা মাত্র ঘর
তিনদিকে খেলার মাঠ।
টিফিন হলেই কানামাছি দাড়ি বাঁধা
এলো টিন বেলো টিন গোল্লাছুট
কতনা আজব খেলা,
আজ আর এ সব কেউ খেলে না
মোবাইলে বন্দি পৃথিবী।
ক্লাস থ্রির সেই ঘরে মিড ডে মিলের
জ্বালানির স্তূপ,
পাশে দোতলা ইমারত গড়ে উঠেছে।
ছোটদি কুট্টি দিদিমণি বলাই মাস্টার
গৌরাঙ্গ মাস্টার রমা দিদিমনি
সবাই গত হয়েছেন!
বহু বছর পর ভাষা পাঠশালা
ছুঁয়ে দিতেই শৈশবে ফিরে যাই
বুকটা হাহাকার করে ওঠে
চোখ ভিজে যায় !
সেই কোলাহল কলরব নিস্তব্ধ
শুধু স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে
ছেলেবেলার ফেলে আসা ছবি
ঘাসগুলো ছুঁয়ে দিতেই শৈশবে ফেরা
নামতা পড়ার বেলা---!

২১শে ফেব্রুয়ারি ও ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার

ডঃ স্মৃতিকণা মজুমদার
(বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি)

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষ তাদের নিজস্ব মাতৃভাষাকে সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার করে এই দিনটি মাতৃভাষা দিবস হিসাবে উদযাপন করে।

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরুর মাতৃভাষা বাংলা। তৎসত্বেও এখানে বাংলা ভাষা, বঙ্গ সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতি চারিদিক থেকে আক্রান্ত ও বিপন্ন। ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির টানে দেশে ফিরে আসেন। ২০০১ সালে সর্বপ্রথম তাঁর লেখা " বাংলা ভাষা চাই" শিলিগুড়ির একটি প্রভাতি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কারণ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যে কয়টি ট্রেন যাতায়াত করে তার কোনোটিরই সংরক্ষণ তালিকায় যাত্রীদের নাম বাংলায় লেখা হয় না। শুধুমাত্র হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা হয়। অথচ ত্রিভাষা সূত্র মেনে সেখানে বাংলা অবশ্যই থাকতে হবে। ২০০৩ সালে বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও নামে একটি কমিটি গঠন করে সর্বপ্রথম এর বিরোধিতায় পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেন ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার।

তাঁর প্রধান মৌলিক দাবিগুলি ছিল-- রেলের সকল নির্দেশ বাংলায় লেখা থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অফিস ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দোকানের নাম বাংলায় লিখতে হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বাংলা রেজিমেন্ট গঠন করতে হবে। হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা নয়, রাষ্ট্রভাষা বলে মিথ্যা প্রচার বন্ধ করতে হবে। বাংলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বসবাসকারী সকল সংখ্যালঘুর বাংলা শেখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বাংলা শেখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি যাতে বন্ধ না হয় সরকারকে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার ২০০১ সাল থেকে প্রতি বছর শিলিগুড়িতে মাতৃভাষা দিবস পালন করা শুরু করেন এবং আজীবন পূর্ণ মর্যাদার সাথে তা করে গিয়েছেন। তিনি ১০ জানুয়ারি ২০২৩ সালে প্রয়াত হন। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে আমি তাঁর স্ত্রী ও সংগঠনের সদস্যরা তাঁর প্রদর্শিত পথে সেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি , ১৯ মে, ২০ সেপ্টেম্বর ইসলামপুর দাড়িভিটের শহিদ স্মরন ও নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন করি। ২০২৪ সালে বহু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি অফিসের নাম ফলকে বাংলা লেখাতে সফল হয়নি। শিলিগুড়ি আকাশবাণী থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ের সংবাদ প্রচার বন্ধ করা হয়েছিল, তা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। কোনো একটি ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে সব থেকে বড় ভূমিকা থাকে সেই রাজ্যের সরকারের। আজ মহারাষ্ট্র সরকার যেভাবে মারাঠি ভাষার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে সেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চেষ্টা করলে বাংলা ভাষার আরও উন্নতি ও প্রসার ঘটতো।

সবশেষে আমাদের আর একটি দাবি আছে, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। অথচ এটি কাটিহার ডিভিশনের পরে। ফলে রেলের ডিভিশনাল প্রধান কার্যালয় কাটিহারে করা হয়েছে। তাতে উত্তরবঙ্গের অনেক মানুষের সমস্যা হয়। রেল সংক্রান্ত জরুরি কাজ থাকলে কাটিহারে ডিভিশনাল অফিসে যেতে হয়। আমরা চাই কাটিহারের পাশাপাশি এন এফ রেলের ডিভিশনাল কার্যালয় এন জে পিতেও স্থাপন করা হোক।

সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের দাবিতে আমরা প্রয়াত ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদারের দেখানো পথে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। প্রসঙ্গত আরও বলে রাখা ভালো, বাংলা ভাষাকে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছে ।আর বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে প্রথম লড়াই শুরু করেছিলেন ডাক্তার মুকুন্দ মজুমদার। ডাক্তার মজুমদারই বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন বহু বছর আগে। জয় বঙ্গ।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --২১)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুঁয়ে হ্যাঁয়।' মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী। ' কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। --মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

হঠাৎ করে রাগটা কমে গেল কিন্তু অভিমান ও জেদটা খুব চেপে বসলো। আমার কেন জানি না মনে হলো স্বর্গীয় মা অনুর মাধ্যমে কথা বললো। নইলে অনু এতো তাড়াতাড়ি লাইন কেটে দেবে না। আমি সেই দিনই ঠিক করলাম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবো। চাচাজীকে বলতেই উনি খুব উৎসাহ দিলেন। বললেন, আমি তোমাকে কোচিং দেব কিন্তু খুব পরিশ্রম করতে হবে। কলেজের পড়া প্লাস কোচিং সামলাতে পারবে তো? সব পারবো-- আমাকে পারতেই হবে। আপনি শুধু আমাকে গাইড করুন। বেশ আজ থেকেই আরম্ভ করা যাক। আমার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো। রেকর্ডস মার্কস নিয়ে পাস করলাম। কলেজ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। আমাকে কিছুই স্পর্শ করে না। একটা লক্ষ্য কিছু হতে হবে। মাঝে-মাঝে ফোনে অনুর সাথে কথা বলি কারন ওর সাথে কথা বললে খুব এনার্জি পাই--তাছাড়া আমারও মাঝে-মাঝে ওকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে। একদিন বলেই ফেললাম। উত্তরে একটা অদ্ভুত কথা বললো, আমি বুনানী নই আমি অনুরাধা। আমাকে ফুলদি যে কথা বলে গেছে আমি সেটা আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পালন করবো। মাঝপথে থেমে যাওয়াটা আমার স্বভাবে নেই। তুই ইচ্ছে করলে আমাকে রিজেক্ট করতে পারিস। ওর কথার মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছিল যা শুনে আমি প্রথমে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে বুঝলাম অনু এখন কলেজে পড়ায়। তোর সময়মতো আয় আমিতো আছিই আমি হারবো না। মনে রাখিস এই সময়টা যদি ইমোশনাল হয়ে হারিয়ে ফেলিস সেটা আর ফিরে আসবে না। আমারও তোকে কাছে পেতে খুবই ইচ্ছে হয় মনকে বুঝিয়ে শান্ত করি-- এছাড়া এখন কোন উপায় নেই। চিন্তা করিস না এখানে সব ঠিক আছে।

চাচাজীও বললেন কয়েক মাস পরেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা , এটা তোমার লাস্ট প্রিপারেশনের সময়। একেবারে রেজাল্ট বেরুলে পরে ভাগলপুর যেতো। কারন ট্রেনিং পিরিয়ডে কোথাও বেরুতে পারবে না। এত সিয়োর হচ্ছেন কি করে। আজ পর্যন্ত আমার কোচিং নেওয়া কোন ক্যানডিডেট ফেল করেনি। তুমি খুব ভাল রেজাল্ট করবে। খুব টাফ-- আদা জল খেয়ে লেগে পড়লাম সাথে ভয়ঙ্কর জেদতো ছিলই। চাচাজীর কথাই ঠিক প্রমান হলো। খুব ভালো ফল নিয়ে পাশ করলাম। মৌখিক পরীক্ষা রিটেন থেকেও বেশি টাফ বেশিরভাগ ওখানেই আটকে যায়। চাচাজী আবার টিপস দিলেন, কোন চাপ নেবে না ভেবে নাও দ্যাটস ইউ এর বেশি নয়। খুব কাজে লেগে গেলো টিপসটা। দারুন। উতরে গেলাম। আই এফ এস র‍্যাঙ্ক পেলাম। এক মাস পরেই ট্রেনিং জয়েন করতে হবে। চাচাজী বললেন চলো সবাই মিলে ভাগলপুর ঘুরে আসি। (ক্রমশ)

বাংলা ভাষা আমার প্রানের ভাষা

পুস্পজিৎ সরকার
(সম্পাদক, শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। বাংলা ভাষা আমার প্রাণ এর ভাষা। বাংলা ভাষা আমার চিন্তার ভাষা। বাংলা ভাষা আমার এগিয়ে চলার প্রান।

আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা নিয়ে কিছু লিখতে বসেছি। মনে হচ্ছিল বাংলাতে লিখবো কে পড়বে। আর পাঠকরাইবা কি ভাববে। কেননা আজকাল উচ্চ শিক্ষিত লোকজন ইংরেজি লিখতে বা ইংরেজিতে মনের ভাব প্রকাশ করতে অভ্যস্ত। তারা বিশ্বাস করে ইংরেজি ভাষাতেই নাকি ভালোভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। তাই বাংলা ভাষার পক্ষে খুব বেশি জোরালো কথা বললে আমি বাংলা ভাষা বাঁচাও আন্দোলনকারী হয়ে যাবো। এসব নানান কথা চিন্তা করতে করতেই ভাবলাম, ভাবলাম বর্তমান সময়ে ঘটে যাওয়া আমার জীবনের একটি ঘটনা মেলে ধরি। বর্তমানে শিলিগুড়িতে প্রচুর ইংরেজি মাধ্যম স্কুল রয়েছে। আর শিলিগুড়ি হলো বিভিন্ন ভাষাভাষীর শহর। আর তারা তাদের ছেলেমেয়েদের সেইসব ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে ভর্তি করতে তৎপর। আমার পরিবারেও এমন একজন ছাত্র আছে। তাই আমি ও আমার সহধর্মিনী সেইসব ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। কিছু বিখ্যাত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ঘোরার সময় ভালোই লাগছিলো। কিছু স্কুলে ভর্তির জন্য অধ্যক্ষদের সঙ্গেও কথা বললাম। সকলেই একটি কথা দিয়ে জোর দিয়ে জানাচ্ছিলেন,‘ আমাদের স্কুলে ইংরেজিটা খুব ভালো করে বলা হয়। তাই ইংরেজিতে কোনো চিন্তা নেই। আমাদের স্কুলে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করালে ইংরেজিতে কথা বলতেই পারবে।’ কথাগুলো শুনে ভালো লাগলো। সেই সঙ্গে আমার মনে প্রশ্ন এলো, ইংরেজি বলাটাই কি শিক্ষার মাপকাঠি? যারা বলছিলেন ইংরেজিতে ছেলেমেয়ে কথা বলা শিখবেই, সেইসব এডমিশন কাউন্সেলরদের কারও মাতৃভাষা হিন্দি, কারও মাতৃভাষা বাংলা, কারওবা নেপালি বা অসমিয়া। তারা কিন্তু কথা বলার সময় অনেকেই নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই কথা বলছিলেন।

আসলে আমি যেটা বলতে চাই, শিক্ষা কিন্তু আসলে ভাষার দ্বারা নিয়ন্ত্রন হয় না। কোথাও কেউ বাংলাকে দ্বিতীয় ভাষা করছেন। অনেকে আবার বাংলাকে দ্বিতীয় ভাষা রাখছেন না। দ্বিতীয় ভাষা রাখছেন হিন্দি। অথচ তারা কিন্তু অনেকেই বাংলাতেই কথা বলেন। বাংলা তাদের মাতৃভাষা। আমাদের রাজ্যেতে ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো বাংলা। ইংরেজি শিখুক ছেলেমেয়েরা। ইংরেজি শিখতেই হবে। কিন্তু সবসময় ইংরিজেতে প্রাধান্য দিয়ে নিজ নিজ মাতৃভাষাকে অবহেলা করা কখনোই উচিত নয়। ইংরেজির সঙ্গে নিজ নিজ মাতৃভাষা শিখুক সকলে। আরও অনেক ভাষা শিখুক। যে যতো ভাষা শিখতে পারবে, যে যতো ভাষায় সমৃদ্ধ হবে তারই ততো ভালো হবে। কিন্তু নিজের মায়ের ভাষাকে অবহেলা করে নয়।

সবশেষে একটি কথা বলি। শিলিগুড়িতেতো অনেক ডাক্তার, অনেক নার্সিং হোম। ডাক্তারবাবুরা বিভিন্ন রোগব্যাধি ইত্যাদি নিয়ে ইংরেজিতে লিফলেট, হোর্ডিং করতে ব্যস্ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো , অনেক রোগীতো ইংরেজি বোঝেন না। যারা সাধারণ গরিব মানুষ বা উচ্চ শিক্ষিত নয় তারাতো ইংরেজি বোঝেন না। ফলে তারা ইংরেজিতে লিফলেট দেখে ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করছেন, ডাক্তারবাবু লিফলেটতো দিলেন কিন্তু ইংরেজিতো কিছু বুঝি না। ডাক্তারবাবু চিন্তায় পড়ছেন। কেননা তিনি বাংলায় রোগীর সঙ্গে কথা বললেও বাংলা লিখতে পারেন না। বাঙালি চিকিৎসক হলেও বাংলা লেখাটা ঠিক আসে না। ফলে সব লিফলেট ইংরেজি। এখন যখন ডাক্তারবাবুরা দেখছেন, ইংরেজিতে সব লিফলেট লিখলেতো অধিকাংশ রোগী বুঝতে পারছেন না। কেননা গ্রামে বা নিম্ন বিত্ত পরিবারে অনেকেই ইংরেজি বোঝেন না। এখন ডাক্তারবাবুরা তাই বাংলা জানা কর্মী খুঁজছেন যারা ডাক্তারবাবুদের কথা শুনে বাংলায় সুন্দর করে লিখে দিতে পারবেন লিফলেট। আর তাতে রোগীরাও রোগ সম্পর্কে জানতে পারবেন। কাজেই বাংলার কিন্তু গুরুত্ব বাড়ছে।

মাতৃভাষা এবং শ্রীমা

বাপি ঘোষ

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আবার একুশে ফেব্রুয়ারি শ্রীমা এর আবির্ভাব দিবস। ভাষা দিবস মানে শুধু মানুষের ভাষা নয়, এই লেখায় আলোচনা করবো বা মেলে ধরবো পশুপাখি বা প্রকৃতির ভাষা নিয়ে । ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগেরও ভাষা রয়েছে। পরম ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগের জন্য ভক্তেরও ভালোবাসার ভাষা রয়েছে । পরম যোগী যখন পরম শক্তিমান ঈশ্বরের সাধনায় মিলিত হন তখন পরম শক্তিমানও তাঁর নানা বিষয় দিয়ে তাঁর ভাষা বুঝিয়ে দেন। শ্রীমা নিয়ে এই লেখা পড়লেই বুঝবেন বিষয়টি। যাঁরা প্রতিভাবান বা ঈশ্বরের দূত, তাঁরা এই ধরাধামে এসে নিজেদের বুঝতে দেন না। তাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে থাকেন সাধারণের মতোই।কিন্তু সব কাজ ঈশ্বরে নিবেদন করে এমন অসামান্য কাজ করে যান যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লোকশিক্ষার বিষয় হয়ে ওঠে। কে কোন ভাষায় কথা বললো, কোনটা কার ভাষা তা নিয়ে বিরোধ নয়-- পরম ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ মানে পরম প্রকৃতি, পরিবেশ, পশুপাখির সঙ্গে ভালোবাসা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সারা জীবন ধরে পরম ব্রহ্মময়ী, পরমা প্রকৃতি মা , মা বলে জপ করে গিয়েছেন। ঠাকুর কোনো পাঠশালার ডিগ্রী অর্জন করেননি। কিন্তু তাঁর সবসময় ভাষা ছিলো মা, তুই দেখা দে-- মা তুই কোথায় মা, মা মা বলে ঠাকুর সবসময় কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন। এবং খোদ মা কালী তাঁকে দর্শন দিয়েছেন বলেও আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে জানতে পারি। আসলে ঠাকুর সহজ সরল ভক্তিযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছেছেন বলে অধ্যাত্মবাদীরা বিশ্বাস করেন । আর সেই রাস্তাও তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন লোকশিক্ষার জন্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্কুলে না গেলেও ঈশ্বর সাধক হিসাবে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন । অর্থাৎ ঠাকুর নিজেকে বিদ্যুৎ এর আধার বা কারেন্ট বা মহাশক্তির সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। আমরা যাকে বলে থাকি আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। সেই মহাশক্তির সঙ্গে মিলিত হওয়াতেই ঠাকুর হয়ে উঠেছিলেন ফুল। তার মধ্যে থেকে আমরা এমন এমন সব বানী আমরা শ্রবন করি যা আজও অনুসরন করার বিষয়। ঠাকুরের মধ্যে আসরে ঈশ্বরের প্রকাশ বা আলো জ্বলেছিলো। ভারতের পুণ্য ভুমিতে এমন মহাপুরুষের অনেক আবির্ভাব ঘটেছে।একেকজন একেক রাস্তায় ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের সংযোগ ঘটিয়েছেন।

শ্রীমা তেমনই একজন যোগী সাধিকা। তিনি ভারতে জন্মগ্রহন না করলেও ভারতের পুণ্য ভুমিতে এসেই তিনি বেশি বেশি করে আলোয় উদ্ভাসিত হন। বিদেশিনী হয়েও ভারতের দর্শন, ভারতের সংস্কৃতি তাঁকে পরম ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ সাধনে সাহায্য করেছে। শ্রী মায়ের আবির্ভাব তিথি একুশে ফেব্রুয়ারি, বা ভাষা দিবসে বলতে চাইছি, ঈশ্বরের ভাষা একেবারে ভিন্ন ধর্মী। ঈশ্বরের ভাষায় কোনো জটিলতার স্থান নেই। পশুপাখিরাতো আমাদের মতো কথা বলতে পারে না। অথচ তাদের ভাষা তারা বোঝে। পশু পাখির ভাষা কেমন তা আপনি আপনার বাড়িতে একটি কুকুরকে ভালো করে পুষুন, দুবেলা খেতে দিন, তাঁকে আদর করুন --দেখুন সে আপনার ভাষায় কিভাবে সাড়া দেবে। সে আপনার জন্যকেমন ভাবে পাগল হয়ে উঠবে, যাকে বলে অকৃত্রিম ভাষা। ওরা কথা বলতে না পারলেও প্রকৃতি ওদের মধ্যে অনেক অনেক ভাষা দিয়েছে। তাই ভাষা দিবসটা ওদের জন্যও। গাছগুলো কথা বলতে পারে না ভেবে আপনি কেটে ফেলেন। কিন্তু হয়তো জানেন, আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গাছেদের কেটে ফেললে ওরা যন্ত্রনায় কাঁদে। গাছেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে। যারা ফুল ফলের বাগান করেন তারা ভালোই বোঝেন গাছেদের ভাষা ।

শ্রীমা বলতে আমরা বলতে চাইছি, মিরা আলফাসার কথা। যাঁর জন্ম ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ এবং মহাপ্রয়ান ১৭ই নভেম্বর ১৯৭৩। শ্রীমা ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক গুরু এবং শ্রীঅরবিন্দের একজন

সহযোগী। শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমাকে তাঁরই সমান যোগসাধক হিসাবে মনে করতেন। তাঁকে শ্রী অরবিন্দ দ্য মাদার বা শ্রীমা নামেই ডাকতেন। তিনিই পন্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং পন্ডিচেরীর অরোভিলকে সার্বজনীন শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রী মা এর জন্ম ফ্রান্সের প্যারিসে।

পৃথিবীর অন্যতম সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত ফ্রান্স। সেই সংস্কৃতির দেশ থেকে শ্রীমা ভারতে এসেছিলেন কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি বা দর্শনের টানে। তিনি যখন পন্ডিচেরী আসেন সেই সময় আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস বা ভাষা দিবসের সেই লড়াইই হয়নি। তখন ভারতে অন্য লড়াই চলছে। আজকের বাংলাদেশও তখন অবিভক্ত ভারতের অধীন। ভারতবর্ষ সেই সময় ছিলো পরাধীন দেশ । শ্রীঅরবিন্দ পরাধীন ভারতকে ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত করতে বিপ্লবীদের সংগঠিত করার কাজ করছেন। তখন তিনি শ্রীঅরবিন্দ বা যোগ সাধক হয়ে উঠেননি। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং মেধাসম্পন্ন দেশপ্রেমিক। দেশের টানেই তিনি ব্রিটিশের অধীনে কোনো চাকরি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তিনি তাঁর উচ্চ শিক্ষার মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগান দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য। তখনও শ্রীমার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়নি। কিন্তু পরমেশ্বর ঈশ্বর জগতের মানুষকে শিক্ষা দিতে বিভিন্ন সময় অবতারপুরুষদের এই পৃথিবীতে পাঠান। এমনটাই বিশ্বাস করা হয় ভারতীয় দর্শনে। বিপ্লবী অরবিন্দের দেশপ্রেমের জন্য বিপ্লবাত্মক ভূমিকার পর তিনি যখন যোগ সাধক শ্রীঅরবিন্দে পরিবর্তিত হন, আর সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁকে দিয়ে লোকশিক্ষা বা জগতের কল্যানের জন্য ক্ষেত্র হয়তো ঈশ্বর আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। ফলে বিপ্লবী অরবিন্দ যখন আলিপুর বোমা মামলায় জেলে গেলেন সেই সময় বিপ্লবী অরবিন্দ যোগ সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সময় হলেই ঈশ্বর তাঁর কাজ করেন। কারাবন্দি থাকার সময়ই শ্রীঅরবিন্দ যোগ সাধনার মাধ্যমে শুধু দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবার দর্শন দেন নি, সমগ্র মানব সমাজকে এই সংসারের যন্ত্রনা বা দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি বা শান্তি পাওয়ার দর্শন উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সত্য দর্শনের পর শ্রী অরবিন্দ জেল থেকে মুক্তি পেয়েই সোজা পন্ডিচেরী চলে যান। তিনি সেখানে দিনের পর যোগ সাধনা শুরু করলে একসময় সেখানে শ্রী মা (মিরা আলফাসা) ফ্রান্স থেকে উপস্থিত হন। চুম্বক যেন চুম্বককে টানে। অর্থাৎ শক্তি যেন শক্তির সঙ্গে মিলে যায়।

শ্রী মা-ও শৈশব থেকে ছিলেন প্রচন্ড ঈশ্বর ভক্ত। তিনি শৈশব থেকে ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। তিনি যতই বড় হতে থাকেন ততই খুঁজতে থাকেন সেই মহাপুরুষ বা যোগ সাধক বা ঈশ্বরের প্রতিনিধিকে। আর ঈশ্বর যেহেতু সকলের ইচ্ছা পূরন করেন এবং তিনি ভক্তের ইচ্ছা বা আকুতি দেখে তা পূরনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। শ্রী মা-ও যত বড় হচ্ছিলেন ফ্রান্সে ততই তিনি অনুভব করতে থাকেন, ভারতীয় দর্শনের ভারতীয় যোগী পুরুষের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার সহজ রাস্তা পাবেন। তাই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তিনি একসময় ভারতের পন্ডিচেরীতে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর লেখা শ্রী অরবিন্দ ও মা শীর্ষক এক লেখায় শ্রী মা এর উদ্ধৃতিতেই লিখেছেন, ‘‘সাত বছর বয়সের আগে আমি লিখতে বা পড়তে শিখিনি। কেউ পারেনি আমাকে শেখাতে। অথচ চার বছর বয়স থেকেই আমার যোগ আরম্ভ। বেশ মনে আছে, আমার জন্য একটি ছোট্ট চেয়ার কেনা হয়েছিল, তাতে বসে আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। তখন আমার মাথার উপর একটা প্রচন্ড আলো এসে মস্তিস্কের মধ্যে যেন তোলপাড় করতে থাকতো। এর কারণ অবশ্য কিছুই বুঝতে পারতাম না,তখন কোনোকিছু বোঝবার বয়সই নয়।কিন্তু ক্রমশ যেন বোধ হতে লাগল যে বিশেষ কোনো একটি বড়ো কাজ আমাকে দিয়ে করানো হবে যার সম্বন্ধে কেউ জানে না।--’’ এই প্রকৃতি-পরিবেশেই যে ঈশ্বরের অবস্থান, গাছপালা, পশুপাখিও যে ঈশ্বরের ভাষা বহন করে তার আলো হয়তো শ্রীমা শৈশব থেকেই পেয়েছিলেন। শ্রীমা আবার লিখেছেন নিজের সম্পর্কে,‘‘ আমার বোধ হয় তখন বারো বছর বয়স। প্যারিসের কাছাকাছি এক প্রকান্ড বনে আমি প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। সেটি ওখানকার বিখ্যাত বন।

দুহাজার বছরেরও পুরোনো অনেক গাছ আছে সেখানে। যদিও তখন আমাকে ধ্যানের তাৎপর্য কী তা কেউ শেখায় নি, তবু ওইসব গাছের তলায় বসলেই আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। তাদের সঙ্গে তখন যেন অন্তরের একটা গভীর সংযোগ বোধ করতে থাকতাম আর তাতে সত্যিকার একটা আনন্দ অনুভব করতাম। আমার চেতনা যেন সেইসব গাছের সঙ্গে তখন এক হয়ে যেতো, আর আশ্চর্যের কথা এই যে, গাছের পাখিগুলো আর কাঠবিড়ালীরা পর্যন্ত আমার সামনে এসে বসতো। এমনকি তারা আমার গায়ের উপর দিয়ে ছুটোছুটি করে খেলা করে বেড়াতো। " আর একটি স্থান নিজের বর্ণনায় শ্রীমা বলছেন, " --একসময় প্রত্যহ দুপুরে প্রচন্ড গরমে আমি প্রকান্ড এক ওলিভ গাছের তলায় গিয়ে ধ্যানে বসতাম। এতে আমি সেখানকার সেই প্রচন্ড উত্তাপ অনায়াসে সহ্য করতে পারতাম। একদিন এইভাবে দুপুরে গিয়ে যথারীতি ধ্যানে বসেছি। গভীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। তখন চোখ খুলে দেখি, ঠিক আমার সামনে প্রায় তিন চার হাত দূরে মস্ত এক গোখরো সাপ, সে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে এক একবার আমার দিকে হেলে আসছে আর হিস হিস করে একটা শব্দ করছে। ওখানে এই সব গোখরো সাপকে বলে নাগা, এদের বিষ অতি সাংঘাতিক। প্রথমে বুঝতে পারিনি যে আমার উপর তার কিসের এতো আক্রোশ। হঠাৎ খেয়াল হলো যে আমি তার গর্তের মুখটা বন্ধ করে বসে আছি, তাই। গাছের যেখানটায় আমি ঠেসান দিয়ে আছি, তার নীচেই একটা গর্ত আছে। কিন্তু এখন কি উপায়? আমি যদি এখন একটুও নড়ি তাহলেই ও আমাকে ছোবল দেবে। কিন্তু ভয়ে তখন আমি ঘাবড়ে গেলাম না, কিংবা একটুও চঞ্চল হলাম না। হঠাৎ আমার মাথায় এই বুদ্ধি হলো যে ওর চোখের উপর চোখ রেখে এক দৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকতে হবে, ওকে বশীভূত করে ফেলতে হবে। আমি তাই করলাম, ঠায় ওর দিকে চেয়ে থেকে যথাসাধ্য আমার শক্তি প্রয়োগ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে সাপের হাবভাবটা যেন বদলে আসছে বলে মনে হল, তার হিস হিস করা থেমে গেলো। তখন খুব ধীরে ধীরে একটা পা আমার গুঁটিয়ে নিলাম, অথচ চোখের উপর চোখ সমানেই রেখে দিয়েছি। তারপর তেমনিভাবে আরো একটা পা গুটিয়ে নিলাম এবং আরো তীব্রভাবে আমার শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলাম। ততক্ষনে সেই বিষধর একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে, সে হঠাৎ ফণা নামিয়ে সেখান থেকে সরে তাড়াতাড়ি পাশের পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন স্থানীয়রা বললো, ও সাপটা ওখানে থাকে, আমরা সবাই জানি। স্নান করে এসে ও ঘরে ঢুকতে চাইছিল, তুমি ওর রাস্তা আগলে বসেছিলে তাই অমন চটে উঠেছিলো। এই ঘটনাটির পর থেকে কিন্তু সাপের ভয় একেবারে ঘুচে গেল। এর আগে সাপ দেখলেই আমার দেহটা যেন কুঁকড়ে যেতো, দেহের মধ্যে ওদের সম্বন্ধে কি একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল কিছুতেই তা দমন করতে পারতাম না। কিন্তু সেদিন থেকে ওই রোগ আমার একেবারে সেরে গেলো। " (এই ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া প্রদেশের অন্তর্গত ক্লেমসেল নামক শহরে। সেখানে একবার শ্রীমা বিশেষ কাজে গিয়েছিলেন।)

আবার শ্রীমার এর নিজস্ব লেখার এক বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে পশপাখিরা কীটপতঙ্গ মিউজিকের ভাষা বোঝে । কেমন? পড়ুন শ্রীমা কি লিখছেন," আলজিরিয়ার ক্লেমসেল শহরে মঁসিয় তেওঁর এক বাড়িতে আমি থাকতাম। সেখানে একটি পিয়ানো ছিলো। একথা শুনে ফ্রান্স থেকে আসবার সময় আমার গানের স্বরলিপি বইগুলি আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম। ওখানে থাকতে পিয়ানোতে সেই গানগুলি আমি প্রায়ই বাজাতাম। একদিন বহুক্ষন ধরে পুরো একটি সিমফনি বাজিয়ে যেমন আমি থেমেছি, অমনি কানে একটা শব্দ এলো 'কোয়াক', 'কোয়াক'-- এ কিসের শব্দ? চারদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখি দরজার সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে এক নবাগত অতিথি, মস্ত এক কোলা ব্যাঙ। তার বড় বড় চোখ দুটি আগ্রহে বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে। সে আমার দিকে চেয়ে বললে 'কোয়াক'। তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তার ওই ভাষার অর্থ, সে বলছে ' আবার বাজাও'। আমি তখন আবার খানিকটা পিয়ানো বাজালাম। সেইখানে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলো। এর পরেও অনেকদিন দেখেছি, যখনই আমি বাজাতাম তখনই সে কোথা থেকে এসে হাজির হতো। অমনি ড্যাবডেবে চোখ চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে যেন মুগ্ধ হয়ে বাজনা শুনতো। আর বাজনার শব্দ যেই থেমে যেতো অমনি তার গলা থেকে আপত্তিজ্ঞাপক শব্দ হতো, 'কোয়াক'। "

এভাবে বোঝা যায় শ্রীমা এর বর্ণনা থেকে প্রানী জগতের বর্ণনা। তাদের ভাষা কেমন। শ্রীমা হলেন ঈশ্বরের অবতার। পরম শক্তির আধার। কাজেই আজ আমরা ভাষা নিয়ে যখন গোলমাল করি তখন যোগের ভাষা, পশুপাখি পরিবেশের প্রতি প্রেমের ভাষাও আমাদের চাই। তবে মনে হয় পৃথিবীটা আরও এগিয়ে যাবে।

ত্রিশ বছর ধরে এক সঙ্গে একপথে সফল ব্যবসা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একদিন ,দুদিন বা একবছর দুবছর নয়-- টানা ত্রিশ বছর ধরে শিলিগুড়ি শহরে দুই বন্ধু মিলে বেশ সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন একটি ক্যাটারিং ব্যবসা। ১৯৯৪ সালে ব্যবসা শুরু করার সময় দুই বন্ধুর কাছে পুঁজিও ছিলো না, এমনকি অনুষ্ঠান বাড়িতে খাবার পরিবেশন করার মতো কোনো প্লেটও ছিলো না। বাইরে থেকে প্লেট ভাড়া করে এনে তাদের খাবার পরিবেশন করতে হোত। আর নিজেরাই খাবার পরিবেশনে হাত লাগাতেন। আর আজ? আজ নিজেদের কাছেই প্রচুর প্লেট। খবারও আজ আর নিজেদের পরিবেশন করতে হয় না। বরঞ্চ খাবারের গুনগত মান আরও কিভাবে

ভালো করা যায় যাকে বলে কোয়ালিটি সেই দিকেই তাদের নজর বেশি।

কিন্তু ত্রিশটা বছর ধরে দুই বন্ধুর এই ব্যবসা স্বচ্ছন্দে চলছে কিভাবে, আজকাল বিভিন্ন স্থানে নেতিবাচক ভাবনা প্রাধান্য পাওয়াতে একসঙ্গে মিলেজুলে চলার প্রবনতা যখন উঠে যেতে বসেছে, যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়ে যখন নিউক্লিয়ার পরিবার তৈরি হচ্ছে তখন একসঙ্গে দুই বন্ধু কিভাবে এতো সুন্দর কোয়ালিটি ক্যাটারার চালিয়ে যাচ্ছেন কিভাবে, এর পিছনে রহস্য করলে, শিলিগুড়ি দক্ষিন দেশবন্ধু পাড়া নিবাসী কোয়ালিটি ক্যাটারারের দুই বন্ধু গৌতম দে ওরফে নিতু এবং সুকুমার বসাক ওরফে বাবুন জানালেন, দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে একসঙ্গে চলার সূত্র হলো এক) দুই পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতার বন্ধন, দুই) একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, তিন) স্বার্থ ত্যাগ, চার) সামান্য কোনো ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে কখনো মতপার্থক্য হলে একঘন্টার মধ্যে ভুলে যাওয়া, পাঁচ) কোনো কাজ নিয়ে সমস্যা হলে নিজেদের মধ্যে বারবার তা আলোচনা করে মিটিয়ে নেওয়া, ছয়) ব্যবসা ব্যবসার জায়গায়, কেও কারও ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করেন না, সাত) সততা, আট) পরিশ্রম।

দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু অর্থাৎ সুকুমার বসাকের এই ব্যবসার ফাঁকে সরকারি স্কুল শিক্ষকের পদে চাকরি করার সুযোগও এসেছে। কিন্তু সেই চাকরিতে যোগ দেননি সুকুমারবাবু শুধু ক্যাটারিং ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে। আবার এক বন্ধুর পিতৃ বিয়োগ হয়েছে, আরেক বন্ধু তখন ব্যবসা সামাল দিয়েছেন, অপর বন্ধুকে ছুটি দিয়েছেন। এভারে একে অপরের সঙ্গে সহমর্মি বা সমব্যথী হয়ে কাজ করে চলেছেন তাঁরা। ফলে তাদের ক্যাটারিং ব্যবসা আজ দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। দার্জিলিং জিমখানা গিয়েও তাঁরা তাদের ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়েছেন। আবার তাদের কোয়ালিটি ক্যাটারিং এর কোয়ালিটি বৃদ্ধির জন্য তাঁরা দিল্লি গিয়েও কিছু সামগ্রী কিনে এনেছেন। ত্রিশ বছর আগে যখন তাঁরা বছরে দুচারটে অনুষ্ঠানে খাবার পরিবেশন করতেন, আজ বছরে প্রায় একশোর কাছাকাছি অনুষ্ঠানে তাদের বরাত মিলছে খাবার পরিবেশনের জন্য।

হামিন তরাই চা বাগান (সাদরি ভাষায়)

কলমে গনেশ বিশ্বাস
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

জয় জোহার, শহরী বাবু সবকে
বনাই লে ভিডিও, জেইসন মর্জি তকে
এ কার চা বাগান, ডের সুন্দর লাগোথে
জঙ্গলেরে আদিবাসী হামিন, জনম সে।

দার্জিলিংকর কোরামে, হামিন বইঠল
পেয়ার বটে, সমতল তরাই অঞ্চল
ডহর কর দুইও বটে, হারা হরিয়ার
ডের সুন্দর লাগোথে, এ চা বাগান।
রোদ ছাই, দুন লাগে-লা, তনি তিনি
ছোটে বড়ে, গাছ লাগাইন হামিন
ই বাগানকে পাতি, কেইসন তুরেক রহে
মোর মায়ে বহিন, বাগান কর, দেখ-লক।
হামর আদিবাসী কর, করম পূজা মে
কেইসন নাচিন গায়িন, আইকে বাবু দেখবে
হামিন হারিয়া পিকে, মিলেক মা ভাই-বহিন
ঢোল মাদল বাজে, ধীতাম ধীতাম ধীং।
দার্জিলিংকর কোরামে, হামিন বইঠল
দেখ-লক খাসিয়াঙ্ক কর, ঝিলমিলে লাইট
সাঞ্জকে বেড়া উকে, ডের সুন্দর লাগোথে
কেইসান আহে তরাই অঞ্চল চা বাগানকে।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
ভাষা যার যার--দেশ সবার।
ভারতবর্ষের ভাষা-- বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য
আসুন আমরা সবাই সবার মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করি
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা

সাধারণ সম্পাদক
উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট
শিলিগুড়ি

মানুষ যেখানে বড় হয়ে ওঠেন সেটাই তাঁর মাতৃভাষা

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা
(বিশিষ্ট সমাজসেবী)

সকলকে মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। এই দিবসে বলতে চাই, মানুষ যেখানে বড় হয়ে ওঠে সেটাই তার মাতৃভাষা। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ আছেন। কিন্তু যে যে ভাষারই হউন না কেন, যেখানে যে বড় হয়ে ওঠে সেটাই তার মাতৃভাষা হয়ে ওঠে। আমরা হরিয়ানা বা রাজস্থানের হলেও আমরা কিন্তু শৈশব থেকেই বড় হয়ে উঠেছি এই বাংলাতে। তাই আমরা কিন্তু বাংলাতেই কথা বলি। বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গেই কিন্তু আমরা মিশে আছি। বাংলাই আমাদের কিন্তু মাতৃভাষা হয়ে উঠেছে। এভাবে ভিন্ন ভাষাভাষী কোনো ব্যক্তি পাহাড়ে বসবাস করলে সেই ব্যক্তির মাতৃভাষা কিন্তু হয়ে ওঠে নেপালি। কেননা পাহাড়ের প্রধান ভাষা হলো নেপালি বা গোর্খা ভাষা। যিনি রাজবংশী এলাকায় বসবাস করেন শৈশব থেকে, তিনি ভিন্ন ভাষাভাষী বলেও তাঁর মাতৃভাষা কিন্তু হয়ে ওঠে রাজবংশী বা কামতাপুরী।

আমার মনে হয়েছে, মাতৃভাষাটা কারও নির্দিষ্ট ভাষা নয়। যে যেখানে শৈশব থেকে বড় হয়ে ওঠেন সেটাই তার মাতৃভাষা। আমিতো বাংলাতেই কথা বলি। বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছি।

আবার ভাষা নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের ভাষা হয়ে উঠুক পরিবেশের প্রতি প্রেম। নদীর প্রতি ভালোবাসা। নদীতে আমরা জঞ্জাল ফেলতে নিষেধ করি। কিন্তু অনেকেই তা শোনেন না।

অনেকেই এখনো নদীতে জঞ্জাল ফেলেন। তাহলে কি আমরা নদীর ভাষা বুঝতে পারছি? গাছের প্রান আছে। আমরা কি গাছেদের ভাষা বুঝি? পশুপাখিরও ভাষা রয়েছে। গাছ পশু পাখির ভাষাও আমাদের বোঝা উচিত। গাছে যে ফল হয় সেই ফল খায় পশুপাখি। পরম ঈশ্বর সকলের জন্য খাদ্যের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। কিন্তু আমরা গাছ কেটে, ফল নিজেরা সব খেয়ে নিই। পশুপাখির জন্য কতটা ফল রেখে দিই?

আজকাল সবাই ইংরেজি শিখছেন। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলতে বসছেন। নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়ে ইংরেজি ভাষা শিখছেন। ইংরেজি শিখুন, আপত্তি নেই। কিন্তু শুধু ইংরেজি শিখলেই কি আমাদের ঐতিহ্য বজায় থাকবে? আজ সব চিকিৎসক ইংরেজিতে প্রেসক্রিপশন করেন। নার্সিং হোমে ডাক্তাররা বিভিন্ন রোগের বর্ণনা লেখেন ইংরেজিতে। কিন্তু সব রোগীতো ইংরেজি বোঝেন না। সাধারন গরিব মানুষ যখন ডাক্তারের চেম্বারে যান, অনেক ডাক্তারবাবু তাদের সঙ্গে ইংরেজিতে ইংরেজিতে কথা বলেন। ইংরেজিতে লেখা লিফলেট ধরিয়ে দেন। আর বলেন, সেই লিফলেট পড়ে নিতে। সেখানে রোগের বর্ণনা আছে। তখন রোগী বলেন, ডাক্তারবাবু ইংরেজি লিফলেট পড়তে পারি না। বাংলাতে লেখা লিফলেট নেই? কিন্তু প্রশ্ন হলো ডাক্তারবাবুরা প্রায় সকলেই বাংলাতে প্রেসক্রিপশনতো লেখেনই না, লিফলেটও যে বাংলাতে লিখবেন তাও পারেন না। কেননা সেই সব ডাক্তারবাবু বাংলা ভুলে গিয়েছেন। ফলে একদিকে রোগী ও ডাক্তারের সঙ্গে যেমন দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, তেমনি রোগী অনেক রোগের বর্ণনা দিতে পারছেন না, রোগী তাঁর সমস্যা ডাক্তারকে খুলে বলতে পারছেন না। আবার ডাক্তারবাবুরাও বাংলাতে যে লিফলেট তৈরি করবেন তার জন্য ভালো বাংলা জানা লোক পাচ্ছেন না। সেদিক থেকে নার্সিং হোমে কিন্তু বাংলা জানা ছেলেমেয়েদের গুরুত্ব বাড়ছে। শুধু বাংলা কেন, শিলিগুড়ির মতো মিশ্র ভাষাভাষীর শহরে বাংলা ছাড়াও হিন্দি, নেপালি, রাজবংশী, আদিবাসী ভাষা জানা ছেলেমেয়েদের গুরুত্ব বা চাহিদা বাড়ছে। কেননা এইসব বিভিন্ন ভাষা জানার কর্মচারীরা বিভিন্ন ভাষাতে রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের সমস্যা শুনে নেন তারপর ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর যোগসূত্র তৈরি করেন। দক্ষিন ভারতে যখন কেউ চিকিৎসা করাতে যান তখন সেখানেতো ইংরেজি বা স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষার কদর। অথচ সবাই ইংরেজি জানেন না। তখন দোভাষীর দরকার হয়ে পড়ে। এভাবেই দক্ষিন ভারতে চিকিৎসা এগিয়ে চলেছে। কেননা রোগীর ভাষাই যদি ডাক্তারবাবু না বোঝেন তবে কিভাবে রোগ নির্ণয় হবে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আজকাল বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার ভাষা ডাক্তারবাবুদেরকে রোগীর রোগ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। কিন্তু সেটাই সব নয়। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সময়ই ডাক্তারবাবুদের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে যে ডাক্তারবাবু যে রাজ্যে কাজ করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষাগুলো আগে ডাক্তারবাবুর ভালো করে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। তারপর ইংরেজিতো আছেই। এই ভাষা শিক্ষার উন্নতি সাধন আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকেও অনেক উন্নত করবে বলে আমি মনে করি। না হলে স্রেফ ভাষা না জানার কারনে অনেক রোগীর রোগ ডাক্তারবাবু প্রথমে ধরতে পারেন না এবং ভুল চিকিৎসাও হয়। আশা করি আমার এই ভাবনা সকলে ভেবে দেখবেন।